লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ৬ মহররম, ১৪৩৬ হিজরি | ৩১ ইখা, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩১ অক্টোবর, ২০১৪ ঈসাব্দ

১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

আবারও সত্যের সন্ধানে

৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

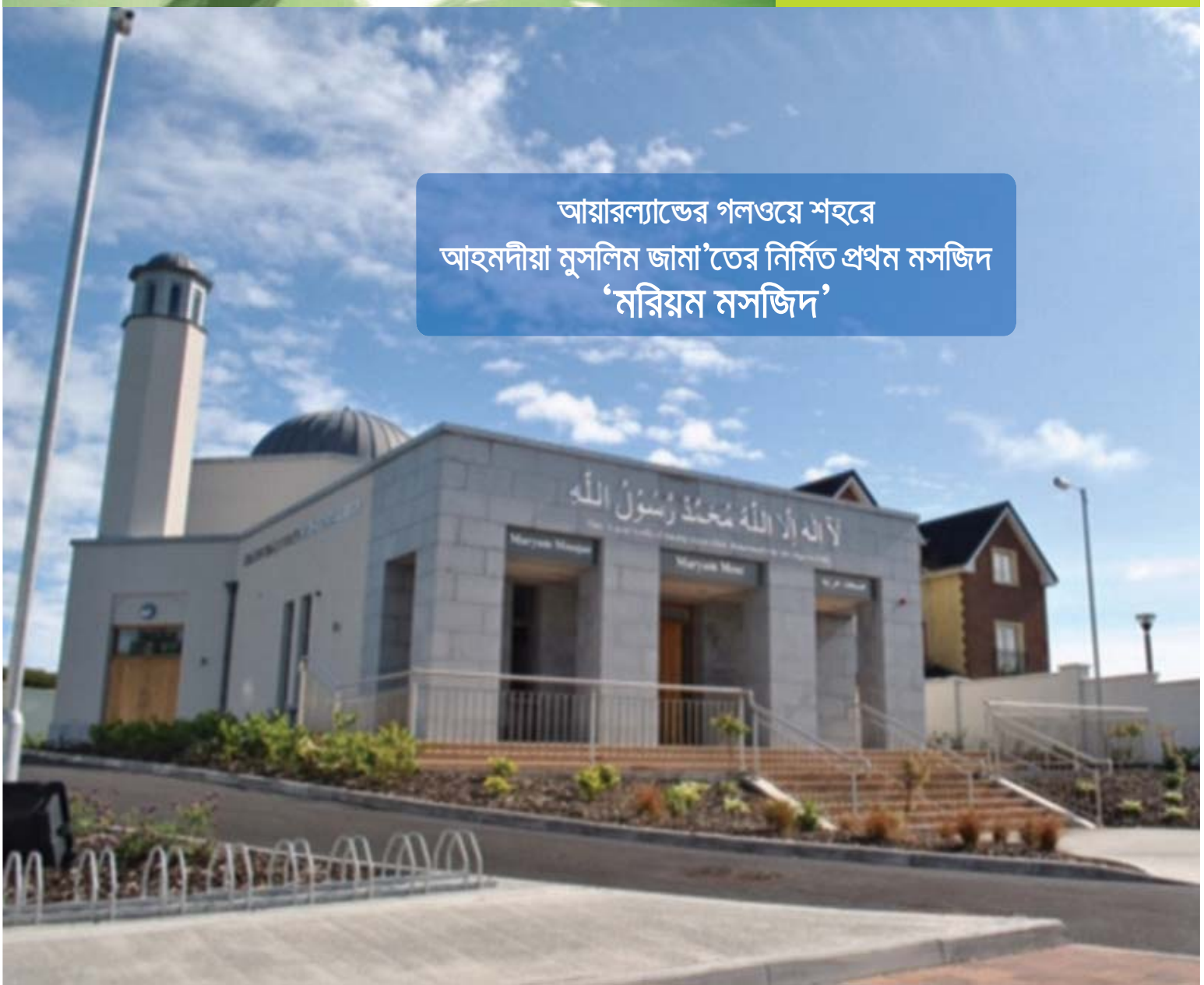

আয়ারল্যান্ডের গলওয়ে শহরে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্মিত প্রথম মসজিদ
'মরিয়ম মসজিদ'

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-

“তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।”

(বুখারী ও মুসলিম)।

“বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

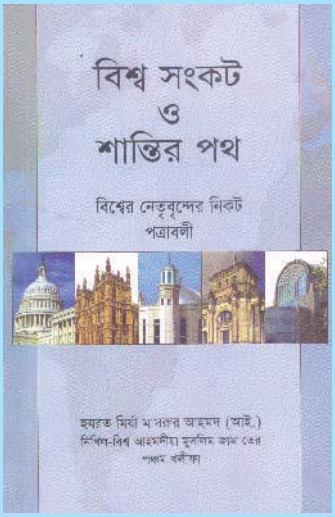

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **‘বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ’** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ার মহান এক তাহরীক– তাহরীকে জাদীদ

বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দা প্রকটভাবে দেখা দিলেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একনিষ্ঠ সেবকদের আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এই মন্দা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রগতির ওপর কখনই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর কারণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা খোদা ও তাঁর রাসূল করীম (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত পথে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকে। ঐশী জামা'তের সদস্যরা আল্লাহ্‌র মনোনীত যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যখন যে তাহরীক আসে তাতে অংশ নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুগ-খলীফার সকল তাহরীকে 'লাব্বায়েক'– বলে সাড়া দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণকারী সৌভাগ্যশালী এক জামা'তে পরিণত হয়েছে।

তাহরীকে জাদীদ-এর তাহরীক আহমদীয়া মুসিলম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা আল মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রবর্তন করেছেন। যা এখন চিরস্থায়ী এক কল্যাণময় রূপ পেয়েছে। তাহরীকে জাদীদ চাঁদার বছর শুরু হয় ১লা নভেম্বর থেকে আর শেষ হয় ৩১ অক্টোবরে। মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় এ তাহরীকের কল্যাণে আজ সারা বিশ্বে লাখো-লাখো পথহারা মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে।

আর বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের স্কীম চালু করেন।

এই তাহরীকের অধীনে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষ নিয়োজিত রয়েছে এবং বই পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার আগমনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। আর এ আধ্যাত্মিক সিলসিলার ঐশী মনোনীত খলীফা সেই যুগ ইমামের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে তাহরীকে জাদীদের স্কীম চালু করে আমাদেরকে আর্থিক কুরবানীর সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের কারণ। আলহামদুলিল্লাহ্!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তের তালিম তরবিয়তের যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ অন্যতম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২০০৯ সালের ২৩ অক্টোবর জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ৭৬তম বছর ঘোষণাকালে বলেন, 'যখন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এ তাহরীক করেছেন তখন এর একটা অনেক বড় উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হলো ভারতের বাইরে বহির্বিশ্বে ইসলামের প্রচার। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এর উত্তম ফলাফল এসেছে। আর আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর ১৯৩টি দেশে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছেছে। বা ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা এমন চারা রোপিত হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার গুরুত্বারোপ করে বলেন, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, ঘানা এবং এছাড়াও আরও কিছু দেশকে জামেয়া আহমদীয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্র থেকে সাহায্য দিতে হয়। এছাড়াও আরও কিছু ব্যয় রয়েছে– যেমন বই পুস্তক প্রভৃতি এসব দেশে কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। এছাড়া মসজিদ মিশন হাউস নির্মাণ ব্যয়, যা দরিদ্র দেশসমূহের নিজেদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কেন্দ্র থেকে তাদের এসব নির্মাণ করে দিতে হয়। বিভিন্ন দেশে মুবাল্লেগ প্রেরণ ও তাদের ভাতা প্রদান এবং আরও বিভিন্ন কাজে কেন্দ্রেও ব্যয় করতে হয়, যাতে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিয়ে হিন্দুস্থানের বাইরে তবলীগের বিস্তার ঘটেছে। এরপর জামা'ত বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে-সাথে এর প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এ মহান কাজে চাঁদায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল আহমদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'

সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে অনেক কাজ হচ্ছে আর এজন্য প্রয়োজন অনেক অর্থের। তাহরীকে জাদীদের বর্তমান বছরটি ৩১ অক্টোবর শেষ হতে যাচ্ছে। মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে তাহরীকে জাদীদ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ খাতে বেশি বেশি আর্থিক কুরবানী করার পাশাপাশি নিজেদেরকে এই তাহরীকে সম্পৃক্ত করে কুরআনী শিক্ষার আলোয় জীবন গড়ে সর্বদা অগ্রনী ভূমিকা রাখারও তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

৩১ অক্টোবর, ২০১৪

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৯ অক্টোবর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা**।	৬
PRESS RELEASE	১২
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৪
বছর জুড়ে থাকুক হজ্জ ও কুরবানীর আমল মাহমুদ আহমদ সুমন	১৮
আমাদের ধর্ম ইসলাম ও আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া	২০
গিবত একটি জঘন্য পাপ মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন	২৪
মানুষের স্বভাবের দশটি উল্লেখযোগ্য বিষয় মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৬
ইসলামি শিক্ষা ও প্রকৃত মুসলমান সিবগাতুর রহমান	৩০
নবীনদের পাতা- বাস্তব জীবনে আহাদনামার বাস্তবায়ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ফারহানা মাহমুদ তন্বী	৩২
সংবাদ	৩৪
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪১
সত্যের সন্ধানে	৪৭
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾

৪১। তবে তোমাদের মাঝ থেকে তোমার বাছাইকৃত বান্দাদের কথা ভিন্ন।'

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪২। তিনি বললেন, 'আমার দিকে (আসার) এটাই সরল-সুদৃঢ় পথ'।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩। নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর কখনো তোমার কর্তৃত্ব চলবে না। তবে পথভ্রষ্টদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের কথা ভিন্ন[১৫০০]।'

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٤﴾ قف

৪৪। আর নিশ্চয় জাহান্নামই তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٥﴾ ع ١٩ ٣

৪৫। এর রয়েছে সাতটি দরজা[১৫০১]। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের (অর্থাৎ বিপথগামীদের) মাঝ থেকে নির্ধারিত একটি অংশ থাকবে।

১৫০০। এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই পবিত্র। কেবলমাত্র যারা নিজেদের স্বভাবকে কলুষিত করে তারাই সত্য পথ হারায়। এই তত্ত্ব ৯১ঃ১১ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে।

১৫০১। আরবী ভাষায় সাত সংখ্যা সত্তর সংখ্যার মতই শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশার্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ণতা অথবা প্রাচুর্য সম্বন্ধেও বুঝায়। এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে জাহান্নামের দ্বার অপরাধী ব্যক্তির কৃত নানান পাপের সংখ্যার অনুরূপ বড় সংখ্যক হবে। সাত সংখ্যাটি সপ্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় (যথা ঃ দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ, বেদনা এবং শীতলতা ও উষ্ণতা বোধক জ্ঞানেন্দ্রিয় যা দিয়ে মানুষ বাহ্য জগৎ থেকে ধারণা বা জ্ঞান আহরণ করে) প্রকৃতিকেও বুঝায়।

হাদীস শরীফ

পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্‌ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন, তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সোজা হয়ে তিনি বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্‌ মানুষকে খোদা থেকে দূরে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকেও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে আমাকে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, ***বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।***

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্‌' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার আযীয বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন অর্থের ওপর আলোকপাত

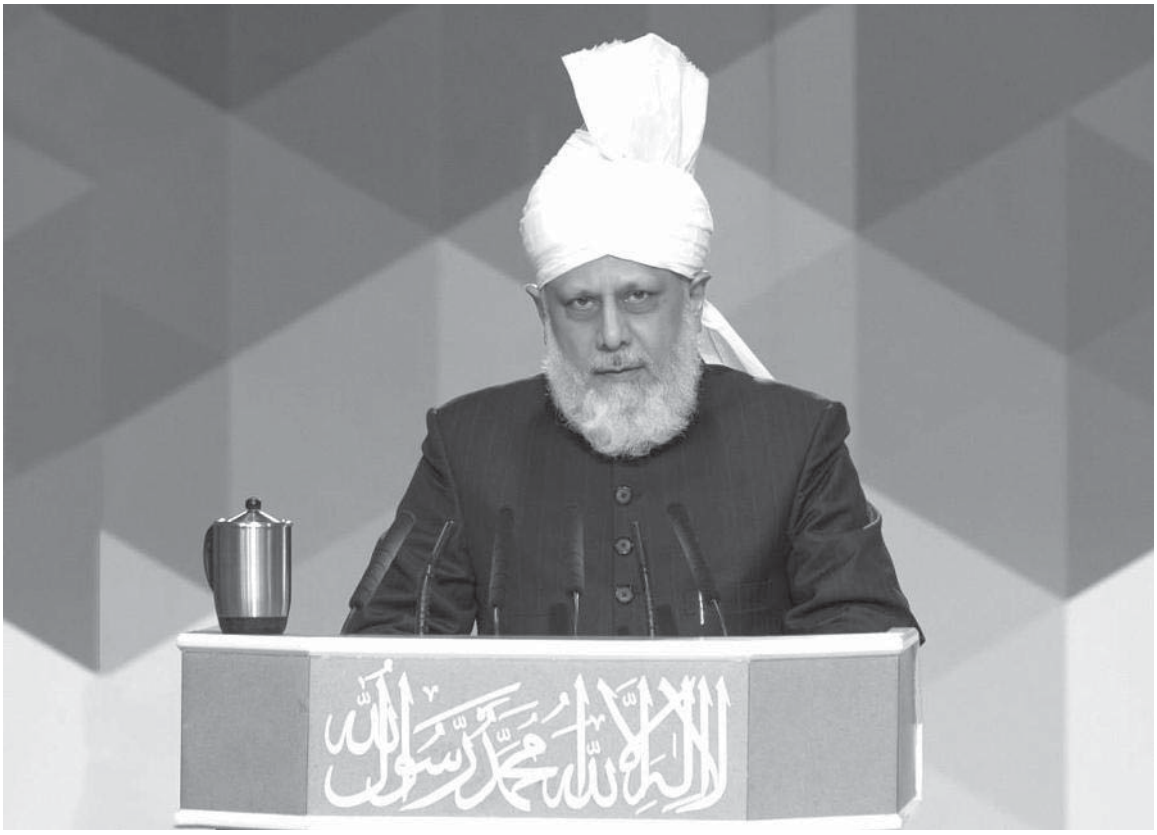

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৯ অক্টোবর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَ الَّذِيْنَ
يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ؕ وَ مَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

(সূরা ফাতের: ১১)

এ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, যে কেউ সম্মান চায় সে যেন স্মরণ রাখে যে, সব সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য। পবিত্র বাক্যাবলী তাঁরই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত ও সম্মানিত করে; এবং যারা কুকর্মের জন্য ষড়যন্ত্র করছে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এবং তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

আল্লাহ্ তা'লার একটি বৈশিষ্ট্য আযীয, পবিত্র কুরআনে প্রায় শতবার এর উল্লেখ হয়েছে। বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এবং দু'একবার অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের সাথে বর্ণিত হয়েছে। আভিধানিকগণ আল্লাহ্ তা'লার সত্তার বরাতে এ বৈশিষ্ট্যের যে বিভিন্ন অর্থ করেছেন তা আমি বর্ণনা করছি।

মুফরাদাত ইমাম রাগেবে লেখা হয়েছে, 'আযীয' তিনি যিনি বিজয়ী এবং পরাজিত নন। অর্থাৎ, তিনি অন্যকে পরাজিত করেন

কিন্তু তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না, তাঁর বিরুদ্ধে বিজয়ী হেত পারে না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'ইন্নাহু হুয়াল আযিযুল হাকীম' (সূরা আল্ আনকাবুত:২৭) অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

এরপর ইমাম রাগেব লিখেছেন, 'ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়া লিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়ালি রাসুলিহি' (সূরা আল্ মোনাফেকূন:৯) এর অনুবাদ হচ্ছে, প্রকৃত সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।

'ইয্যত' এর অর্থও শক্তি, বৃত্তি এবং বিজয়। তিনি লিখেন যে, সে সম্মান যা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনরা লাভ করেছে এটিই প্রকৃত এবং সর্বদা স্থায়ী সম্মান।

তারপর লিখেছে, 'মান কানা ইউরিদুল ইজ্জাতা ফালিল্লাহিল ইজ্জাতু জামিয়া' এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি সম্মান লাভ করতে চায় তার আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সম্মান লাভ করা উচিৎ। কেননা সর্ব প্রকার সম্মান কেবলমাত্র খোদারই অধিকারে রয়েছে।

ইমাম রাগেব সাধারণত কুরআনেরই আলোকেই অর্থ করে থাকেন।

এরপর লিসানুল আরবে এর অর্থ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল আযীয' আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। যুজাজ বলেছে, আযীয সে সত্বা যাঁর পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয় এবং কোন জিনিষ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।

অনেকে 'আল আযীয' এর অর্থ করেছে তিনি শক্তি-বৃত্তির অধিকারী এবং সব কিছুর ওপর প্রাধান্য লাভকারী। এটিও বলা হয়েছে যে, 'আল আযীযু' সে সত্বা যাঁর কোন উপমা নেই। 'আল মা'য' ও আল্লাহ্ তা'লার একটি বৈশিষ্ট্য, আর তিনিই যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান সম্মান দান করেন। 'আল আয' লাঞ্চনার মোকাবেলায় সম্মান অর্থে ব্যবহৃদ হয়, 'আল আয'র আসল অর্থ হচ্ছে, শক্তি, পরাক্রম এবং বিজয়। আল্ ইয্যু এবং ওয়ালইয্যাতু'র অর্থ হচ্ছে, 'আর্‌রিফয়াতু ওয়াল্‌ইমতিয়াযু'। এতটা উচ্চতা যেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

এসব ব্যাখ্যার সারাংশ যা দাঁড়ায় তাহলো, 'আযীয' খোদা তা'লার নাম যা পূর্ণাঙ্গ এবং নিপুণতার দিক থেকে কেবল খোদা তা'লার জন্যই প্রযোজ্য আর তিনিই যাঁর জন্য সকল সম্মান নির্ধারিত। তিনিই তাঁর ওপর ইমান আনয়নকারী ও তাঁর রসূলকে শক্তি ও সামর্থ দান করেন যা তাদের সফলতার কারণ হয়। সুতরাং এ বিজয়ী ও সকল শক্তির আঁধার খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেই একজন মানুষকে শক্তি ও সামর্থ দান করা হয়। যেভাবে আমি সূচনাতে বলেছিলাম যে, পবিত্র কুরআনে প্রায় শতাধিক স্থানে বিভিন্ন বিষয় ও বরাতে আল্লাহ্ তা'লার এ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন তফসীরকারক বিভিন্ন আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্য থেকে কয়েকটি উপস্থাপন করছি যাতে এর অর্থ আরো সুস্পষ্ট হয়।

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি. 'আম ইনদাহুম খাযায়েনু রাহমাতি রব্বাকাল আযিযিল ওয়াহ্ হাব' (সূরা সাদ:১০) এ প্রসঙ্গে লিখেন, 'আযীয বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নবুয়তের মর্যাদা একটি মহান মর্যাদা আর একটি উন্নত মোকাম আর এটি দানকারী পরাক্রমশালী সত্বার জন্য আবশ্যক তিনি যেন আযীয হন অর্থাৎ পরিপূর্ণ শক্তির আঁধার এবং ওয়াহ্হাব হন অর্থাৎ অনেক বেশি দানশীল হন, আর এ স্থানে কেবল আল্লাহ্ সুবহানাহুতা'লাই অধিষ্ঠিত; কেননা আল্লাহ্ তা'লাই পরিপূর্ণ কুদরতের মালিক ও পূর্ণ অস্তিত্বের অধিকারী।' (অর্থাৎ দানশীল ও ক্ষমাকারী) (ইমাম রাযির তফসীরে কবীর, সূরা সাদ এর ১০নাম্বার আয়াতের তফসীর)

এ আয়াত; আল্লামা রাযি যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার আযীয বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের এ প্রশ্নের উত্তর যা এআয়াতের পূববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যখন কাফেররা বলেছিল যে, 'আউনযিলা আলাইহিয যাকরু মিন বায়নিনা' (সূরা সাদ:৯) আমাদের গোটা জাতির মধ্য কেবল তার ওপরই কি এ উপদেশ বাণী নাযেল করা হয়েছে? এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তোমার মহাপরাক্রমশালী ও পরম দানশীল

"আযীয খোদা তা'লার নাম যা পূর্ণাঙ্গ এবং নিপুণতার দিক থেকে কেবল খোদা তা'লার জন্যই প্রযোজ্য আর তিনিই যাঁর জন্য সকল সম্মান নির্ধারিত। তিনিই তাঁর ওপর ইমান আনয়নকারীকে ও তাঁর রসূলকে শক্তি ও সামর্থ দান করেন যা তাদের সফলতার কারণ হয়। সুতরাং এ বিজয়ী ও সকল শক্তির আঁধার খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেই একজন মানুষকে শক্তি ও সামর্থ দান করা হয়।"

প্রতিপালকের রহমতের ভান্ডারসমূহ কি ঐসব কাফেরদের কাছে রয়েছে যে, যাকে চাইবে দিবে আর যাকে ইচ্ছে দিবে না। আপত্তি করে যে, এতো আমাদের মতই মানুষ কিভাবে তার ওপর নবুওয়ত অবতীর্ণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার রহমতের ভান্ডার তোমাদের সন্নিধানে নেই বরং আমি যিনি পরাক্রমশালী ও সকল শক্তির মালিক, আমিই যাকে চাই এ ভান্ডার দান করি, তোমরা আমার সৃষ্টি মাত্র। কি নিয়ে গর্ব করছো? তাই আল্লাহ্ যাকে যোগ্য মনে করেন তাকে নিজ রহমতের ভান্ডার থেকে দান করেন আর নবুয়তের পুরষ্কারেও তাকেই প্রদান করেন যার জন্য মনে করেন যে, এ উত্তমভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ বার্তা পৌঁছাবে।

আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও এ আপত্তিই করা হয়। খৃষ্টান, মুসলমান এমন অনেক আছে যারা এ আপত্তি করে। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ এমন যারা গ্রহণ করেনি তাদের আপত্তি এটিই যে, মসীঞ ও মাহদী একজন সাধারণ মানুষ? ইলহাম এবং নবুয়তের মর্যাদা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কিভাবে পেল? এ সাধারণ মানুষটিকেই কি আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ ও মাহদী বানিয়ে ছিলেন?

জার্মানীতে একজন খৃষ্টান মহিলাও আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিল যে, দূরবর্তী পাঞ্জাবের একটি ছোট্ট গ্রামের একজন মানুষকে কেন আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ বানালেন, এটি কিভাবে সম্ভব, যার খবরও বাইরের জগতে পৌঁছাতে পারেনি। ছোট্ট একটি জায়গা, সেযুগে কোন মাধ্যম ছিল না। আমি তাকে একথাই বলেছিলাম, তোমার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর আশীর্বাদের ভান্ডার উম্মুক্ত করেছেন তখন এ বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করেছেন। আজ জার্মানীতেও তুমি এ পয়গাম শুনছো, তোমার কাছে এ বার্তা পৌঁছেছে। বিশ্বের ১৮৯টি দেশে এ বাণী পৌঁছে গেছে। তাই এটিসুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যিনি পরাক্রমশালী, যনি সকল সম্মানের অধিকারী, যিনি তাঁর প্রিয়দের সফলতা দান করেন বরং তাঁর সাথে যুক্ত বিশ্বাসীদের জামা'তের সাথেও বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আরবরা বলে, আরবের বাইরে মসীহ্ ও মাহ্‌দী কিভাবে আসতে পারে? পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী মুসলমানরা বলেন, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি; একজন পাঞ্জাবী কিভাবে মসীহ্ ও মাহ্‌দী হতে পারে? বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়, বাহ্যিক অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, এসব নিদর্শন পূর্ণ হয়নি।

হাদীসে বর্ণিত এ বাণীর প্রতি অভিনিবেশ করে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, পূববর্তী নবীদেরকেও এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। মহানবী (সা.)-কেও একই প্রশ্ন করা হয়েছে তাই প্রসঙ্গতই যখন তাঁর সত্যিকার প্রেমিক আবির্ভূত হতেন, তখনও এ প্রশ্নই করার কথা। তাই মুসলমানদেরকে সাবধাণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি মহাপরাক্রমশালী এবং পরম দাতা। তোমরা যারা পবিত্র কুরআন পড়ছো এ বিষয়টি প্রণিধান করো। রহমতের ভান্ডারের মালিকও আমিই, তোমরা নও। যাকে মসীহ্ ও মাহ্‌দী বানানোর আমি যোগ্য মনে করেছি, বানিয়েছি। যেভাবে আমি বলেছি, পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে যে, যদি ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসে তাহলে এ নিয়ে চিন্তা করো যেন তোমরা হোঁচট না খাও। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বিবেক দিন যাতে এ পয়গামকে বুঝতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, যার ওপর রহমত বর্ষণ করি, যাকে পুরষ্কারে ভূষিত করি তাকে সাহায্যও করে থাকি। সাহায্য করার এবং বিজয় দেয়ার ঘোষণাও আযীয বৈশিষ্ট্যের অধীনেন্ত্যন্ত জোড়ালোভাবে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে বলা হয়েছে, 'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসুলি ইন্নাল্লাহা কাভিউন আযিয' *(সূরা আল্ মুজাদেলা:২২)*

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী এ আয়াতের তফসীরের বরাতে বলেন যে, *'প্রধাণত সকল রসূলের বিজয় দলীল-প্রমাণের আলোকে হয়ে থাকে কেবল এছাড়া যে, তাদের মধ্যে অনেকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা জয়যুক্ত হবার পাশাপাশি তরবারির বিজয়কে অন্তর্ভূক্ত করেছে কিন্তু অনেক নবীর সাথে এরূপ অবস্থা হয়নি।'* এরপরে বলেন, *'কাভিউন' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী অর্থাৎ নিয়ন্তা, এবং কেউ তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনে বাঁধ সাধতে পারে না কেননা, তিনি ছাড়া বাকী সবকিছুর অস্তিত্ব সন্দেহপূর্ণ কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সন্দেহাতীত।'* অর্থাৎ, বাকীসব কিছুই সৃষ্টি, হতে পারে তাদের অস্তিত্ব আছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব নিশ্চিত/পরম সত্য। আদি থেকেই রয়েছেন এবং নিশ্চিত সত্বা, তিনি অনিশ্চিত সত্বার ওপর প্রাধান্য রাখেন। (ইমাম রাযী'র তফসীরে কবীর, সূরা আল্ মুজাদেলার ২২ নাম্বার আয়াতের তফসীর)

তারপর রুহুল মা'য়ানী 'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসুলি ইন্নাল্লাহা কাভিউন আযিয' এর আলোকে আল্লামা আবুল ফযল শাহাবউদ্দীন আলূসী লিখেন যে, 'অর্থাৎ দলীল এবং তরবারী বা এর পরিবর্তিতের সাথে অথবা এর মধ্যে থেকে কোন একটি নিয়ে জয়যুক্ত হবেন। রসূলদের বিজয়ে এটি যথার্থ যে, দলীল ছাড়াও এসব রসূলের যুগে তাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা রসূলদের শত্রুদের বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন। যেভাবে নূহ্ (আ.)-এর জাতি, সালেহ্ ও লূত (আ.)-এর জাতি প্রভৃতি এবং আমাদের নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। যদিও এসব যুদ্ধের ফলাফল অনেক সময় (বলের মত) অনুকূল ছিল না কিন্তু পরিশেষে মহানবী (সা.)-ই বিজয় লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরে তাঁর অনুসারীদের সাথেও এরূপই হয়েছে। (কিন্তু একটি শর্তের আছে) যখন তাদের জিহাদ রসূলদের ন্যায় কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য জবে। দেশ, রাজত্ব এবং পার্থিব উদ্দেশ্যে না হলে এরূপ মুজাহিদরা সফল এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। যদিও বিভিন্ন তফসীরকারক দলীল-প্রমাণের সফলতাই মনে করেন।' কিন্তু তিনি এর বিরুদ্ধমত পোষণ করেন। (তফসীরে রুহুল মা'য়ানী, সূরা আল্ মুজাদেলার ২২ নাম্বার আয়াতের তফসীর)

জিহাদের যে উদ্দেশ্যাবলী এখানে বর্ণিত হয়েছে তা বর্তমানে যারা তরবারীর জিহাদ করছে তাদের সমর্থন করে না, তাই সফলতা পায়না। খোদা তা'লার মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমতার মধ্যে কোন কমতি ঘটেনি তাই সুস্পষ্ট, মুসলমানদের

আমলে ঘাটতি হয়েছে। সংকল্পের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, তাই যথাযথ ফলাফল সৃষ্টি হচ্ছে না।

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ কুরতুবীও রিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কতককে দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছেন আর তারা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমেই জয়যুক্ত হয়েছেন। এ যুগ যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ, এটি দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'ত সেসব দলীল ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমেই এ যুদ্ধ করছে যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়কে দান করেছিলেন। পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মানুষ ধীরে ধীরে এ কেন্দ্রে এসে সমবেত হচ্ছেন, যাদেরকে দলীল-প্রমাণের তরবারীর দেয়া হয়েছে। যারা এত সুন্দরভাবে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা করে যে, হৃদয় ঘায়েল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও ইলহামে বলেছেন, 'ওয়াল্লাহু গালিবুন আলা আমরিহী ওয়ালা কিন্না আকসারান্নাসি লা ইয়ালামুনা, কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়ারুসূলি' (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'লা আদি থেকেই লিখে রেখেছেন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই বিজয় লাভ করবো। যত ধরনের প্রতিদন্দিতাই হোক না কেন যারা খোদার পক্ষ থেকে তারা কখনই পরাজিত হবে না আর খোদা তার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (রাবোয়া থেকে প্রকাশিত, তাযকিরাহ্-পৃষ্ঠা:৩১৭, চতুর্থ সংস্করণ)

এরপরে এ ইলহামও হয়েছে যে, 'ইন্নাহু হুয়াল আযিয' অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী।

যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, একথাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যুদ্ধ ও বিগ্রহের ফলে এ সফলতা লাভ হবে না। বরং দলীল-প্রমাণের জিহাদ হবে আর ইনশাল্লাহ্ এর মাধ্যমেই বিজয় আসবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:- 'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসুলি ইন্নাল্লাহা কাভিউন আযিয' ***(সূরা আল্ মুজাদেলা:২২) অর্থাৎ, খোদা তা'লা আদি থেকেই নির্ধারিত করে নিয়েছেন, আপন রীতি ও সুন্নত চুড়ান্ত করেছেন*** যে, তিনি এবং তাঁর রসূল সর্বদা বিজয়ী থাকবেন। সুতরাং আমি যেহেতু কোন নতুন শরীয়ত, নতুন দাবী এবং নতুন নাম বিহীন তাঁর রসূল অর্থাৎ প্রেরিত দূত বরং সেই নবী করীম খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর নামে আখ্যায়িত হয়ে আর তাঁরই মাঝে বিলিন হয়ে এবং তাঁরই বিকাশস্থল রূপে আবির্ভূত হয়েছি। তাই আমি বলছি, যেভাবে আদি থেকে অর্থাৎ, আদমের যুগ থেকে শুরু করে মহানবী (সা.)-এর যুগ পর্যন্ত সর্বদা এ আয়াতের ভাষ্য সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে তদ্রূপ আমার ক্ষেত্রেও সত্য প্রতিপন্ন হবে। এরা কি দেখে না, যখন একজনও আমার হাতে বয়াত করেনি সে যুগেই ঐসব মৌলভী এবং তাদের অনুচররা আমার প্রতি মিথ্যা এবং নোংরা ভাষা প্রয়োগ আরম্ভ করেছিল। হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধু ছিল আমার সম্বল।"

এরপর বলেন, "বর্তমানে (যখন তিনি এটি লিখেছেন) খোদা তা'লার কৃপায় বয়াতকারীদের সংখ্যা প্রায় সত্তুর হাজারে পৌঁছে গেছে, এটি আমার চেষ্টায় নয়।" এত মানুষ বয়আত করেছিল। "বরং আকাশ থেকে নির্দেশিত হয়ে তারা আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে। এখন এরা স্বয়ং চিন্তা করে দেখুক! এ জামা'তকে ধ্বংস করার জন্য তারা কত চেষ্টাই না করেছে এবং কত সহস্র নিদারুণ যন্ত্রনাদায়ক ষড়যন্ত্র করেছে। এপর্যন্ত যে, সরকারের কাছে মিথ্যা সংবাদ পৌঁছিয়েছে। মিথ্যা খুনের মামলায় সাক্ষি দিতে আদালতে গিয়েছে এবং সকল মুসলমানকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে, সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা লিখেছে এবং আমার বিরুদ্ধে কুফরী ও হত্যার ফতওয়া দিয়েছে, হীন ষরযন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি বানিয়েছে। কিন্তু এসব চেষ্টা প্রচেষ্টার পরিণতি কেবল ব্যর্থতা ছাড়া আর কি হয়েছে।

সুতরাং যদি এটি মানুষের কাজ হতো তাহলে তাদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলে এ জামা'ত ধ্বংস হয়ে যেতো। কেউ কোন দৃষ্টান্ত দিতে পারবে কি, কোন মিথ্যাবাদীর বিরুদ্ধে এরূপ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও সে ধ্বংস হয়নি, বরং পূর্বের তুলনায় হাজার গুন উন্নতি করেছে? সুতরাং এটি কি মহান নিদর্শন নয় যে, এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে এ বীজ যা বপন করা হয়েছে তা ভিতরে ভিতরেই নষ্ট হয়ে যায় আর তার অস্তিত্বের কোন চিহ্নও যেন অবশিষ্ট না

"আমার কাজ হচ্ছে, যেখানে নিজ ঈমানের দৃঢ়তা আর অটল পদক্ষেপের জন্য খোদার সমীপে নত হওয়া সেখানে অন্যায় থেকে রক্ষা আর বিজয়ের দৃশ্য অবলোকনের জন্য সেই মহাপরাক্রমশালী খোদাকেই ডাকা, যিনি তাঁর নবীদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি সর্বদা পূর্ণকারী।"

থাকে। কিন্তু সে বীজ ধীরে ধীরে বড় হয়েছে এবং একটি গাছে পরিণত হয়েছে আর এর শাখা-প্রশাখা দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছে এবং এখন সে গাছ এতটা বড় হয়েছে, হাজার হাজার পাখি এতে আশ্রয় নিয়েছে।" (নূযুলুল মসীহ্, রূহানী কাযায়েন-১৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা:৩৭৯-৩৮৪)

এই যে সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আজ বিশ্বের প্রায় ১৯০টি দেশে জামা'তে আহমদীয়ার প্রসার ঘটেছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার সে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক, যিনি পরাক্রমশালী, তিনি যার ওপর তাঁর দয়ার পুরুস্কার বর্ষণ করেন তাকে বিজয়ও দান করেন। সুতরাং কিভাবে একজন সাধারণ মানুষ এ মর্যাদা লাভ করলো এ আপত্তি উঠানোর পরিবর্তে, মুসলমানদের আল্লাহ্ তা'লার বিধিলিপির প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করা উচিৎ, আর আমাদেরকে তাদের কাছেও এ বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিৎ এবং এ পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিৎ।

অন্যত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:-

"যদি খোদা তা'লার ভয় থাকে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন, আমার সাথে আপনাদের মোকাবিলা ত্বাকওয়া বহির্ভূত। কেননা, আপনাদের হাতে কেবল সেসব হাদীস রয়েছে যার মধ্য থেকে কতক মওযূ (রহিত) এবং কিছু আছে যয়ীফ (দুর্বল) এবং এর মধ্যে কতক এমনও আছে যার অর্থ আপনারা বুঝেননি। কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষদর্শীর, যে ওহী আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে যে, হযরত ঈসা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং এ অধমই আগমনকারী মসীহ্ ও মাহ্দী, এর প্রতি আমি তেমনই বিশ্বাস রাখি যেভাবে আমি পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান রাখি, এবং এ ঈমান কেবল দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে নয় বরং ঐশী ওহীর আলো যা চন্দ্রের ন্যায় আমার ওপর আলো বিচ্ছুরণ করেছে, এ ঈমান আমাকে দান করেছে। খোদা অলৌকিক নিদর্শনাবলীর পরম্পরা এবং নিশ্চিত জ্ঞানের আধিক্য আর প্রাত্যহিক নিশ্চিত কথোপকথনদ্বারা যে বিশ্বাসকে চূড়ান্তে পৌঁছিয়েছেন তাকে আমি কিভাবে হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলবো। আমাকে প্রদত্ত তত্বজ্ঞানের নিয়ামত ও সঠিক জ্ঞানকে কি আমি রহিত সাব্যস্ত করবো, অথবা আমাকে দেখানো সেসব আসমানী নিদর্শন থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব, অথবা আমি আমার আঁকা ও মনিব ও নির্দেশের অবাধ্য হব, কি করবো? তিনি, যে তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা নিয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হন আমি তাঁর কাছ থেকে পশ্চাৎগামী হবো এরচেয়ে হাজার বার মৃত্যুও আমার কাছে শ্রেয়।

এ পার্থিব জীবন কতক্ষণের? আর এ পৃথিবীর মানুষ আমার সাথে কিরূপ বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে যে কারণে আমি তাদের জন্য সে বন্ধুকে পরিত্যাগ করবো। আমি ভালোভাবে অবহিত আছি, আমার বিরুদ্ধবাদীদের হাতে কেবল একটি চামড়া আছে যা পোকায় ধরেছে। তারা আমাকে বলে, আমি যেন মূলকে পরিত্যাগ করে এরূপ চামড়াকে অবলম্বন করি। আমাকে ভয় দেখায় আর হুমকী দেয় কিন্তু সে পরাক্রমশালীর কসম! যাকে আমি শনাক্ত করেছি তাই আমি ঐসব লোকের হুমকীকে কিছুই মনে করি না। অন্যদের সাথে আনন্দের চেয়ে তাঁর সাথে দু:খ আমার জন্য শ্রেয়। তাঁকে পরিত্যাগ করে দীর্ঘ জীবনের তুলনায় আমি তাঁর জন্য মৃত্যুকে উত্তম জ্ঞান করি। যেভাবে আপনারা দিবস'কে দেখে তাকে রাত বলতে পারেন না। অনুরূপভাবে সে জ্যোতি যা আমাকে দেখানো হয়েছে তাকে আমি অন্ধকার বলতে পারি না, আর আপনারা যেগেতু আপনাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে পারছেন না যা কেবল সন্দেহ আর ধারণা বৈ আর কিছু নয় তাহলে আমি কিভাবে এ পথকে পরিত্যাগ করতে পারি যেথায় সহস্র সহস্র চন্দ্রের বিকিরণ দেখা যায়। আমি কি পাগল না উম্মাদ যে, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে খোদা তা'লা আমাকে উজ্জল নিদর্শনাবলী দ্বারা সত্য দেখিয়েছেন তাসত্বেও আমি সত্যকে গ্রহণ করবো না।

আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমার নিশ্চয়তার জন্য হাজার হাজার নিদর্শন আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যার মধ্য থেকে কতক আমি মানুষের কাছে বর্ণনা করেছি আর অনেক এমন আছে যা বলিনি, আমি দেখেছি এ নিদর্শন খোদার পক্ষ থেকে, এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদা ছাড়া অন্য কেউ তার ওপর ক্ষমতা রাখেনা। এবং এছাড়া আমাকে কুরআনের জ্ঞানও দান করা হয়েছে আর হাদীসের সঠিক অর্থও আমার সম্মুখে প্রকাশ করা হয়েছে।

"পাকিস্তানের জন্য দোয়ার তাহরীক। যেখানে রাজনীতিবীদরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং মিথ্যা গৌরব ও সম্মানের নেশায় পুরো দেশ ও জাতিকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে।"

এরপর আমি এমন উজ্জল পথকে পরিত্যাগ করে ধ্বংসের পথকে কেন অবলম্বন করবো? আমি যা কিছু বলি তা সুস্পষ্ট জ্ঞানের আলোকে বলি আর আপনারা যা বলেন, তা অনুমান বৈ আর কিছু নয়। 'ইন্নায্ যান্না লা ইউগনি মিনাল হাক্কা শায়আ' (সূরা আন্ নাজম:২৯) এবং এর দৃষ্টান্ত এমন যেভাবে একজন অন্ধ অন্ধকারে উঁচু-নীচু পথে হাটে আর সে জানে না যে তার পা কোথায় পড়ে।

সুতরাং আমাকে প্রদত্ত এ জ্যোতিকে ছেড়ে কেন আঁধারকে গ্রহণ করবো, অথচ আমি দেখি যে, খোদা আমার দোয়সমূহ শুনেন আর বড় বড় নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশ করেন, আমার সাথে বাক্যালাপ করেন এবং তাঁর অদৃশ্যের গোপন রহস্য সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দেন, শত্রুদের মোকাবিরায় তাঁর শক্তিশালী হস্তদ্বারা আমাকে সাহায্য করেন, সব ক্ষেত্রে আমাকে সফলতা দান করেন এবং পবিত্র কুরআনের মা'রেফত ও তত্ব সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দান করে। তাহলে আমি এরূপ শক্তিশালী সর্বজয়ী খোদাকে ছেড়ে তার স্থলে কাকে গ্রহণ করবো। আমি পুরো বিশ্বাসের সাথে মনে করি খোদা তিনি যিনি মহাপরাক্রমশালী খোদা যিনি আমার সম্মুখে বিকশিত হয়েছেন এবং আপন সত্বা ও বাক্য এবং কর্ম সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন, এবং আমি বিশ্বাস করি সেসব অলৌকিক মহিমা যা আমি তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করি এবং সে অদৃশ্য জ্ঞান যা আমার কাছে প্রকাশ করেন আর সেই শক্তিশালী হস্ত যদ্দারা আমি প্রত্যেক বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সাহায্য পাই তা এ পরিপূর্ণ এবং সত্য খোদার বৈশিষ্ট্য, যিনি আদকে সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি নূহের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং প্লাবনের নিদর্শন দেখিয়েছেন।

তিনি সেই যিনি মূসাকে সাহায্য করেন যখন ফেরাউন তাঁকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তিনি সেই যিনিরসূরদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:)-কে কাফের এবং মুশরেকদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করে মহা বিজয় দান করেছেন, তিনিই এ শেষ যুগে আমার ওপর বিকশিত হয়েছেন।'' (বারাহীনে আহমদীয়া-৫ম খন্ড। রূহানী খাযায়েন-২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা:২৯৬-২৯৮)

সুতরাং এ হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে 'আযীয' (মহাপরাক্রমশালী) খোদার ব্যবহারের ঔদাত্ত্য ঘোষণা এবং এ ঘোষণার তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সম্বোধন করে যা বলেছেন এরপর কয়েক বছর জীবিত ছিলেন আর চ্যালেঞ্জও প্রদান করেন। কোন বিরুদ্ধবাদী তাঁর (আ.) একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে নি, বিরুদ্ধবাদীদের কোন সংগ্রাম তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারে নি। কেননা এটি তাঁর সাথে সেই সত্য খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল, যিনি আপন করুণায় যখন পুরস্কার অবতীর্ণ করেন তখন এর উত্তম ফলাফলও সৃষ্টি করেন। তাঁর সর্বশক্তিমান হবার প্রমাণও পেশ করেন। আজ বিশ্বে জামাতে আহমদীয়ার উন্নতি একথারই বাস্তব প্রমাণ। কিন্তু অতীতেও শত্রুরা নবীদের জামা'তকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় ব্যাপৃত থেকেছে আর আজও নিয়োজিত আছে এবং যেখানেই সুযোগ পায় আহমদীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

বিভিন্ন স্থান থেকে মার-ধর, কখনই অন্যান্য অত্যাচার আবার কদাচিৎ আহমদী শহীদ হবারও সংবাদ আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত হুমকী-ধামকী ও এ অত্যাচার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যিকার অনুসারীদের ঈমানের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। তাদের ঈমানের দৃঢ়তায় কখনও পদস্খলন ঘটেনি। সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে, যেকানে নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা ও দৃঢ় পদক্ষেপের জন খোদার সমীপে নত হওয়া সেখানে এ অত্যাচার থেকে বাঁচার এবং বিজয়ের দৃশ্য অবরোকনের জন্যও সেই মহাপরাক্রমশালী খোদাকে ডাকুন, যিনি তা*র নবীদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সর্বদা পূর্ণ করেছেন আর সত্যিকার মু'মেনদের সাথেও তাঁর প্রতিশ্রিুতি এটিই যে, তাদেরকে বিজয় দান করবেন। তিনি আজও এই বিজয়কে সত্যে প্রতিপন্ন করে দেখাবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা, বরং দেখাচ্ছেন। আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর সাথে যুক্ত থাকার মাঝেই আমাদের সফলতা নির্ধারিত।

এখন যুগ ইমামের সাথে থাকার ফলেই সকল সম্মান। কেননা তিনিই মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক আর তাঁর সাথে যুক্ত হওয়ার অর্থই মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। তাই এ মসীহ্ ও মাহ্দীর সাথে সত্যিকার সম্পর্কই আমলের উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করবে।

যেভাবে আমি বলেছি, বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে আহমদীদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, অনেক জায়গায় তাদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ করা হচ্ছে অথবা শহীদ করা হচ্ছে। তাদের সর্বদা মনে রাখা উচিৎ, এসব কুরবাণী তাদের সম্মাণকে সমুন্নত করবে আর শত্রুদের অপচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হবে, ইনশাআল্লাহ্। পরিশেষে এ ধরাতেই তারা আল্লাহ্ তা'লার মসীহ্র বিজয় দর্শন করবে আর লাঞ্চনার শিকার হবে, এবং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পরবর্তীতেও, পরকালেও আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিতে ধৃত হবে।

সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে, যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা, এ স্বেচ্ছাচারীদের হাত থেকে সেসব নিষ্পাপদের উদ্ধারের চেষ্টা করুন আর তাদেরকে মহাপরাক্রমশালী খোদার আশ্রয়ে আনার চেষ্টা করুন, যারা ভুল বুঝে তাদের জালে ধরাশায়ী রয়েছে, তাদেরকে এ জাল থেকে মুক্ত করে তাদেরকে মহাপরাক্রমশালী খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্কে আবদ্ধ করার চেষ্টা করুন। তিনিই সম্মান ও সফলতা দেবার মালিক খোদা, তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

পাকিস্তানের জন্যও আমি দোয়া আবেদন করতে চাই। রাজনীতিবীদরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ ও মিথ্যা আমিত্ব এবং সম্মানের কারণে পুরো দেশ ও জাতিকে নিয়ে খেলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক দিন আর রাজনৈতিক খেলার পরিবর্তে মানুষের জন্য তাদের হৃদয়ে সাহানুভূতি ও দয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হোক আর তারাও জাতির প্রতি দয়া করুক। সামান্য-সামান্য ব্যাপারে অকারণে স্বীয় আমিত্বের কারণে শত-শত মানুষকে মারছে। গতকালই একটি মিছিলে ভয়ানক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে তাতে শত-শত মানুষ মরেছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব রাজনীতিবীদদের বিবে-বুদ্ধি দান করুন আর মানুষকেও বিবেক দিন যাতে তারা এদের জাল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

26th September 2014

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

Ireland's first Ahmadiyya Muslim Mosque opens in Galway

Head of Ahmadiyya Muslim Community inaugurates Maryam Mosque

The Ahmadiyya Muslim Community is pleased to announce that earlier today, the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad inaugurated the Maryam Mosque (Mosque of Mary) in Galway, Ireland. It is the first Mosque built by the Ahmadiyya Muslim Community in the country.

His Holiness arrived at the

premises at 1pm and after unveiling a commemorative plaque he proceeded to deliver his weekly Friday Sermon. The sermon was broadcast live around the world on MTA International.

In his sermon, His Holiness made it clear that the new Mosque would, in keeping with all Ahmadi Mosques, be a symbol of peace and a means of bringing people together.

His Holiness said that in today's world, Islam had been much maligned and defamed due to the hateful acts of so-called Muslims in certain parts of the world. He said that in reality all forms of terrorism and extremism were entirely opposed to Islam's true teachings and to be condemned.

He said that the Maryam Mosque would never be a place of violence or injustice; rather it would be a means of fostering peace, tolerance and a respect for mankind.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Our Mosques are a place from which we proclaim the need for peace, reconciliation and tolerance and from where we condemn all forms of violence and extremism."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"Every Ahmadi Muslim knows that it is his or her duty to protect all religions and to show love and loyalty to the country in which they reside. These are the true teachings of the Quran."

His Holiness said that having now built its first Mosque many more people would come to know of the Ahmadiyya Muslim Community in Ireland and that all peaceful people would be welcome in the Mosque.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said that the Mosque had been named after Mary, mother of Jesus, who is greatly revered by Islam for her piety. His Holiness said that Ahmadi Muslims should seek to follow her noble and righteous example.

Following his sermon, His Holiness led the Friday prayers from the new Mosque before being interviewed by both The Irish Times and RTE.

Further Information:
media@pressahmadiyya.com

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১৮)

লাগাম-হীন ফতোয়াবাজীঃ কিছু দৃষ্টান্ত

দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, আজ মুসলমানগণ আন্তঃসাম্প্রদায়ীক দলাদলি এবং ফতোয়াবাজির নির্মম শিকার। দিনে দিনে ফতোয়াবজি বেড়েই চলেছে। কাফের, মুরতাদ, ইত্যাদি আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলিম বুজুর্গগণ সমকালীন আলেম সম্প্রদায় কর্তৃক নানাভাবে ফতোয়াবাজীর শিকার হয়েছেন। কখনও তাদেরকে কাফের এবং মুরতাদ বলা হয়েছে, কখনও দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে এবং কখনও নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার-নির্যাতন এবং মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এরূপ হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলীর কিছু দৃষ্টান্তের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ধর্মীয় স্বাধীনতার সকল নীতি এবং আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়ে বুজুর্গানের বিরুদ্ধে সমকালীন ফতোয়ারাজদের নির্মম এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারের ঘটনার কথা ইসলামের ইতিহাসের পাতাগুলোকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। ফতোয়াবাজীর শিকার নির্যাতিত বুজুর্গদের হিজরী শতাব্দী-অনুযায়ী একটি তালিকা নিম্নরুপ:-

২) দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী: হযরত ইমাম শাফেয়ী, জুনায়েদ বোগদাদী, ইমাম আবু হানিফা (তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়) ৩) তৃতীয় হিজরী শতাব্দী: হযরত ইমাম বুখারী, হযরত আহমদ বিন হাম্বল (রমযান মাসে তাঁকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় বেত্রাঘাত করা হয়) ৪) চতুর্থ হিজরী শতাব্দী: হযরত মনছুর হাল্লাজ এবং হযরত ইমাম নেসাঈ (উভয়কে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়) ৫) পঞ্চম হিজরী শতাব্দী: হযরত ইমাম গাজ্জালী, হযরত ইমাম হাজম (তাঁকে বনবাসে দিয়ে হত্যা করা হয়) ৬) ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী: হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, ইবনে রুশদ এবং হযরত শেখুল আকবর মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী এবং শেখ ফরিদ আক্তার সবাইকে সমকালীন আলেমরা কাফের ও মুরতাদ ঘোষনা করে। ৭) সপ্তম হিজরী শতাব্দী: হযরত নিযামুদ্দীন আওলীয়া এবং হযরত শামস-ই-তাবরীজ। ৮) অষ্টম হিজরী শতাব্দী: ইমাম ইবনে কাইয়ুম। ৯) নবম হিজরী শতাব্দী: মাওলানা আব্দুর রহমান জামী। ১০) দশম হিজরী শতাব্দী: মাওলানা আহমদ বিহারী। ১১) একাদশ হিজরী শতাব্দী: মুজাদ্দিদ আলফে সানী হযরত সৈয়দ আহমদ সরহিন্দ। ১২) দ্বাদশ হিজরী শতাব্দী: মুজাদ্দিদ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.)- তাঁকে 'ফারসী ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ করার অপরাধে হত্যার ষড়যন্ত করা হয়। ১৩) ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দী: দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবী (তাঁকে উম্মতী নবুয়তের পক্ষে অভিমত দেওয়ার কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হয়)।

প্রশ্ন হলোঃ এত ফতোয়াবাজী কেন? কথায় কথায় একদল আলেম-নাম-ধারী ব্যক্তি ফতোয়ার মাধ্যমে অন্য দলকে কাফের বানানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়। সেই ফতোয়ার অস্ত্র চলে কখনো দলের বিরুদ্ধে কখনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কখনও পরিবারের বিরুদ্ধে ইত্যাদি। যুক্তি-জ্ঞান এবং বিদ্যা-বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মত শতধা-বিভক্ত হওয়ার কারণে এবং কোন একক নেতৃত্ব বা খলীফাতুল মুসলেমীন না থাকায় ফতোয়াবাজী লাগামহীন গতিতে চলছে তো চলছেই। উপরোক্ত বুজুর্গানে উম্মত যে ধরনের ফতোয়াবাজীর শিকার হয়েছেন তার জবাব কারো কাছে আছে কি? ফতোয়াবাজীর শিকার হয়েছেন পবিত্র কুরআনের ফারসী ভাষায় অনুবাদের কারণে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলবী।

স্যার সৈয়দ আহমদকে কাফের বলে অভিহীত করা হয়েছিল ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পক্ষে কথা বলার জন্য। অনেক কবি-সাহিত্যিককে সময়ে সময়ে মোল্লাতন্ত্রী ফতোয়াবাজগণ নাস্তিক এবং কাফের বলে অভিহিত করে থাকেন। মোটকথা ফতোয়াবাজী ধ্যান-ধারণার কোপানলে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পড়তে পারে যে বা যারা মোল্লাদের তালে তাল মিলিয়ে চলবে না। কিন্তু প্রশ্নটি অতটা

সহজ নয়। কারণ শত শত দল ও উপদলে বিভক্ত কোন্ ফিরকার ফতোয়া সঠিক সেটাই নিরূপণ করা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক দল অন্য একটি দলকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করা হলো। [১৯]

(১) সুন্নীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ফতোয়া

* সুন্নীদের সম্পর্কে শিয়াদের ফতোয়াঃ "যে ব্যক্তি ইমামদেরকে অস্বীকার করেছে সে কাফির এবং আমাদেরকে স্বীকারও করে নাই এবং অস্বীকারও করে নাই সে গোমরাহ্" (আস্ সাফী শরহুল উসুলিল কাফী ৩য় খন্ড ৬১ পৃঃ)। শিয়া ভিন্ন অন্য কেহ নাজাত পাবে না (হাদিকায়ে শুহাদা ৬৫ পৃঃ)।

যদি কোন শিয়া কোন সুন্নীর জানাযায় শরীক হয় তাহলে সে এইভাবে দোয়া করবে–হে খোদা তুমি তার পেট আগুন দিয়ে ভরে দাও, তার কবরেও আগুন প্রজ্বলিত কর এবং তার শাস্তির জন্য সাপ বিচ্ছু প্রেরণ কর (ফুরুউল কাফি, কিতাবুল জানায়েয ১ম জিলদ, ১০০পৃঃ)।

* ***চার ইমামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীস ফেরকার ফতোয়াঃ-*** "চার ইমামের অনুসারী, চার তরিকার অনুসারী– হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এবং চিশতীয়া, কাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি লোক মুশরেক ও কাফির (মজমুয়া ফতোয়া ৫৪,৫৫ পৃঃ)

* জামায়াতে ইসলামী নেতা মৌদুদী সাহেবের অভিমতঃ "আহলে হাদীস, হানাফী, দেওবন্দী, বেরেলী, শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি ফিরকা, জাহেলিয়াতের উৎপাদন" (খোতবাত ৭ম সংস্করণ ৭৬ পৃঃ)। তিনি জন্মগত মুসলমানদেরকে আহলে কিতাব বা ইহুদী–খৃষ্টানের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন (সিয়াসী কশমকশ ৩য় খন্ড, ১ম সংস্করণ ১৩৩ পৃঃ)। তিনি তার জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া বলেছেন (রোয়েদাদ জামাতে ইসলামী ১ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, ৮ পৃঃ)।

(২) শিয়াদের বিরুদ্ধে ফতোয়া ঃ

* শিয়াদের সম্বন্ধে সুন্নীদের ফতোয়াঃ "শিয়া ইসনে আশারিয়া নিশ্চিতভাবে ইসলাম হতে খারিজ। শিয়াদের সঙ্গে বিবাহের আদান প্রদান সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং তাদের যবাই করা জীব হারাম। তাদের চান্দা মসজিদে ব্যবহার করা নাজায়েয। তাদের জানাযা পড়া ও জানাযায় শরীক করাও নাজায়েয (ফতোয়া আন নজম,লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত)। রাফেজী শুধু মুরতাদ,কাফির এবং ইসলামের দায়রা হতেই খারিজ নয়, বরং ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু (শুবা তালিমাত দারুল উলুম , দেওবন্দ)। সমস্ত রাফেজী সম্বন্ধে নিশ্চিত ও ধ্রুব সত্য ইজমায়ী হুকুম এই যে, তারা কাফির ও মুরতাদ (আহমদ রেজা খান বেরেলভী)। শিয়া ইমামিয়া ফেরকা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফত স্বীকার করে না। ফেকাহ্‌র কিতাবে লেখা আছে, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকরের খিলাফত অস্বীকার করল সে ইজমাকে অস্বীকার করল এবং কাফির হয়ে গেল (ফতোয়ায়ে আজিজি ১৯১,১৯২ পৃঃ)। অনুরূপ আছে, যে হযরত আবুবকর ও হযরত ওমরের খিলাফত অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরি ২য় জিলদ ২৮৩পৃঃ)।

* শিয়াদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমদের ফতোয়াঃ '...(শিয়ারা) কেবল মুরতাদ, কাফের আর ইসলাম–বহির্ভূতই নয় বরং তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের এমন শত্রু যা অন্যান্য সম্প্রদায়ে কম পাওয়া যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের লোকদের সাথে সব রকমের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত। বিশেষ করে বিয়ে–শাদীর বিষয়ে।' (মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত সফর মাস ১৩৪৮ হিজরী সনে প্রকাশিত ফতোয়া, 'ওলামা কেরামের সর্বসম্মত ফতওয়া শিয়া ইস্না আশারিয়া সম্বন্ধে'-শিরোনামে প্রকাশিত)।

* শিয়াদের বিরুদ্ধে ফতোয়াঃ 'বর্তমানকালের শিয়া রাফেযীরা সাধরনভাবেই ধর্মের আবশ্যক বিষয়াদি অস্বীকারকারী এবং সুনিশ্চিৎ মুরতাদ। তাদের পুরুষ বা নারীদের বিয়ে অন্য কারো সাথে হতেই পারে নাা। .....' (আল মলফুয ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৯৭,৯৮)।

* শিয়াদের সম্পর্কে ফতোয়াঃ "ঐ সকল রাফেজী তাব্বারীদের সম্পর্কে সুনিশ্চিত সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত হল এই যে, তারা মোটের উপর কাফের ও মুরতাদ, তাদের যবাইকৃত প্রানী মৃত। তাদের সাথে বিয়ে শুধু হারামই নয় বরং জেনার অন্তর্ভুক্ত (নাউযুবিল্লাহ্) ..যে তাদের অভিশপ্ত বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও তাদেরকে মুসলমান মনে করে বা তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করে সকল ইমামে দীনের সর্বসম্মত ফতওয়া অনুসারে সে নিজেই শক্ত কাফের ও বেদীন এবং ঐ একই ফতওয়া যা অন্যান্যদের জন্য বর্নিত হয়েছে তা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।মুসলমানদের জন্য আবশ্যক তারা যেন এই ফতওয়াকে কান খুলে শুনে এবং ইহার উপর আমল করে ও সত্যিকার খাঁটি সুন্নী হয়।"

(ফতওয়া মৌলানা শাহ মোস্তাফা রেযা খান উদ্ধৃতি রেসালা রদ্দুর রাফেজী প্রকাশক-নুরী কুতুবখানা বাযারদাতা সাহেব, লাহোর পাকিস্তান ছাপা গুলযার আলম প্রেস, ভাটি গেটের বাহিরে, লাহোর-১৩২০)

(৩) দেওবন্দী ফিরকার বিরুদ্ধে ফতোয়া

* ***'দেওবন্দী এবং তাদের সমমনাদের বিরুদ্ধে হারামাঈন শরীফাঈন ও বেরেলভী আলেমদের ফতোয়া'***

ভারত বিভক্তির পুর্বে প্রখ্যাত বেরেলভী আলেমদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ফতোয়া ওহাবী–দেওবন্দী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় ঃ "ওহাবী - দেওবন্দীরা তাদের লিখিত বক্তব্যে সকল ওলী-আউলিয়া ও নবীদের, এমনকি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নেতা মহানবী (সা.)–এর এবং স্বয়ং মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লার অবমাননা করার কারনে নিশ্চিতভাবে মুরতাদ ও কাফের। ... অতএব, ওহাবী–দেওবন্দীরা শক্ত, অতি শক্ত ও জঘন্যতম মুরতাদ ও কাফের। তারা এত বড় কাফের যে, তাদেরকে যে কাফের না বলবে, সে নিজেও কাফের হয়ে যাবে।..." ['ফতোয়া বেরেলভী উলামায়ে আরব ওয়া আজম' শিরোনামে প্রকাশিত ফতোয়া, মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভাগলপুরী কর্তৃক প্রকাশিত, কে হাসান ইলেক্ট্রিক প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে মুদ্রিত।

স্বাক্ষরদাতা আলেমগণ হলেন ঃ আল্লামা সৈয়দ জামা'ত আলী শাহ, মৌলানা হামেদ রেযা খান কাদেরী, মৌলানা মুহাম্মদ করম দিনভী, আল্লামা জামিল আহমদ বাদাউনী, মুফতি–এ–শরীয়ত আল্লামা উমর নঈমী ও মৌলানা আবু মুহাম্মদ দীদার মুফতী–এ আকবরাবাদ প্রমুখ। এছাড়া 'রদ্দে রাফাযাহ' ও 'আল মালফুয' দ্রষ্টব্য]

* *"...এর সবাই মুরতাদ। উম্মতের সর্বসম্মত মত (ইজমা) অনুযায়ী এরা ইসলাম থেকে খারিজ। ধর্মহীনতা ও ধর্মবিকৃতির ঘৃণিত নেতা, এরা সব দুষ্ট, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চেয়েও জঘন্য। এরা এমন অশ্লীল যারা আপন পথভ্রষ্টতায় সব ধরনের কাফেরের চেয়ে জঘন্যতম।...এরা আলেম, দরবেশ ও নেকবান্দাদের রূপধারণ করে ঠিকই, কিন্তু এদের অন্তর অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ।"*

('হুসামুল হারামাইন আলা মুনহারিল কুফরে ওয়াল মিয়ান" পৃষ্ঠা–৭৩–৭৬ মওলানা আহমদ রেজা খান প্রণীত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বেরেলীস্থ ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত, প্রকাশকাল ঃ ১৩২৬হিঃ মোতাবেক ১৯০৮ ইংরেজী)।

* *দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের ফতোয়া ঃ "বর্তমান যুগে ওয়াহাবী , দেওবন্দী মতবাদের একটি দল ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করেছে , সমস্ত পথভ্রষ্ট ফিরকা সম্মিলিতভাবেও ইসলামের সেই ক্ষতি সাধন করেনি।....."(প্রাগুক্ত)।*

* "দেওবন্দের আলেমগন তাদের সাঙ্গ–পাঙ্গসহ সকলেই মুসলমানদের ইজমায়ী ফতোয়া অনুযায়ী কাফির , মুরতাদ এবং ইসলাম হতে খারিজ।..... যে ব্যক্তি তাদের মুরতাদ ও কাফির হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করে সে-ও কাফির ও মুরতাদ (তিনশত আলেমের ফতোয়া , হাসান বরকিন্দ্রে প্রেসে মুদ্রিত লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত)।

*** দেওবন্দীদের সম্পর্কে আরব এবং অনারব আলেম সমাজের ফতওয়া**

"ওহাবী ও দেওবন্দীরা নিজেদের উক্তিতে সকল নবী, সকল আওলিয়া, এমনকি সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ও আখ্যারনিদের সর্দার (সা.)- এর এবং বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের অসম্মানের ও অবমাননা করার কারনে নিঃসন্দেহে ধর্মচ্যুত এবং কাফের, এবং তাদের ধর্মচ্যুত ও কুফরী জঘন্য এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এমনকি যে এই ধর্মচ্যুত এবং কাফেরদের ধর্মত্যাগ ও কুফরীতে একটুও সন্দেহ পোষণ করে সে-ও তাদের মতই ধর্মত্যাগী ও কাফের। যে এই সন্দেহকারীদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে সে-ও মুরতাদ ও কাফের। এদের থেকে মুসলমানদের দূরে ও পৃথক থাকা উচিত। তাদের পিছনে নামায পড়ার তো প্রশ্নই উঠে না, নিজেদের পিছনেও যেন তাদেরকে নামায পড়তে না দেয় এবং তাদেরকে যেন মসজিদে প্রবেশ করতে না দেয়। না তাদের যবাই কারী প্রানী খায়, না তাদের সুখে-দুঃখে শামিল হয়,না তাদের নিজেদের মধ্যে আসতে দেয়। তারা অসুস্থ হলে দেখতে যেন না যায়,মরে গেলে পুঁতে ফেলা বা জ্বালানোর কাজে যেন অংশ গ্রহন না করে। মুসলমানদের কবর স্থানে যেন স্থান না দেয়। এক কথায় তাদের থেকে যেন সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও সাবধান থাকে।" ইহা হ'ল আহলে সুন্নতের শ্রদ্ধাভাজন আলেম সমাজের ফতোয়ার সারাংশ।

এই ফতোয়া শুধু ভারতবর্ষীয় আলেম সমাজেই নয় বরং যখন ওহাবী দেওবন্দীদের উক্তিগুলি অনুবাদ করে পাঠানো হয়েছে তখন আফগানিস্তান, খীবা বুখারা ইরান, মিশর, রোম,সিরিয়া, মক্কা মুয়ায্যমা, মদীনা মুনাওয়ারা,সমগ্র দুনিয়ার আহলে সুন্নতের আলেম সমাজ সর্বসম্মতভাবে এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, "এই উক্তিগুলি দ্বারা আওলিয়া, আম্বিয়া আর স্বয়ং খোদাতা'লার জঘন্য ও চরম অসম্মান ও অবমাননা হয়েছে। সুতরাং এই ওহাবী দেওবন্দীরা জঘন্য, চরম পর্যায়ের কাফের, এমন কাফের, যে তাদের কাফের বলে না সে নিজেই কাফের হয়ে যায়; তার স্ত্রী তার বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়। তার যে সন্তান হবে সে–ও জারয হবে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পত্তির অংশ পাবে না।'

দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, আজ মুসলমানগণ আন্তঃসাম্প্রদায়ীক দলাদলি এবং ফতোয়াবাজির নির্মম শিকার। দিনে দিনে ফতোয়াবজি বেড়েই চলেছে। কাফের, মুরতাদ, ইত্যাদি আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলিম বুজুর্গগণ সমকালীন আলেম সম্প্রদায় কর্তৃক নানাভাবে ফতোয়াবাজীর শিকার হয়েছেন।

(এলানকারী খাকসার মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভাগলপুরী, ব্যবস্থাপানায় শেখ শিরকত হোসেন, ছাপাখানা বরকী প্রেস ইসতেয়াক মনযিল, পৃঃ ৬৩, হীউট রোড, লাখনৌ) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ (১) তকদীসুল উকীল (২) আসসাইফুল মাসলুল (৩) আকায়েদে ওহাবীয়া দেওবন্দীয়া (৪) তারীখ দেওবন্দীয়া (৫) হেসামুল হারামাইন (৬) ফাতাওয়া হারামাইন (৭) সওয়ারে মুসহিদীয়া আলা মকরে শায়াতীনুদ দেওবন্দীয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি [২০]

(৪) বেরেলভী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেওবন্দীদের ফতোয়া

* "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানহু ছাড়া অপর কাউকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) বলে সাব্যস্ত করে আর আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ে অন্য কারও জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করে সে নিঃসন্দেহে কাফের। তার ইমামতি, তার সাথে মেলামেশা, তার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ–সব হারাম।"(আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী প্রণীত 'ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া কামেল', পৃঃ ৬২; প্রকাশক মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, করাচী থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকালঃ ১৮৮৩-৮৪ইং)।

*"আহমদ রেজা খান বেরেলভী এবং তার অনুচর সহচর সবাই কাফির, যে তাদেরকে কাফির বলবে না সে-ও কাফির, যে তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ করে সে-ও কাফির" (রদ্দূত তকফীর ১১ পৃঃ)।

* বেরেলভীদের সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমরা শরীয়তের এই আদেশ শুনান যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত মনে করে এবং অন্য কারও জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার সমান মনে করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর তার ইমামত, তার–সাথে মিলামিশা, প্রেম–ভালবাসা সব কিছু হারাম।"

(ফতওয়া রশীদিয়া কামেল, বাব-মৌলভী রশীদ আহমদ গংগোহী পৃঃ ৬২ প্রকাশক মোহাঃ সাঈদ এন্ড সন্স কিতাব ব্যবসায়ী, কুরআন মহল মৌলভী মুসাফেরখানার বিপরীতে, করাচী ১৮৮৩-৮৪)

* বেরেলভীদের সম্পর্কে প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম জনাব সৈয়্যদ আহসান আহমদ সাহেব মাদানী, দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক প্রধান শিক্ষক ফতোয়া দিয়েছেনঃ "দাজ্জাল বেরেলভী এবং তাদের অনুসারীদেরকে 'ধ্বংস হউক' বলে রসুল মকবুল (সা.) হওজে মরুদ ও শাফায়াত হতে কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করবেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মতের প্রতিদান, সওয়াব, মর্যাদা এবং আশীষ হতে (তাদেরকে) বঞ্চিত করা হবে।"

(রজুমূল মুযনেবীন আলা রউসুশশায়তীন আশশেহাবুস সাকেব আলা মুসতারেকিল কাযেয, পৃঃ ১১১–প্রকাশক কুতুব খানা এযাযিয়া দেওবন্দ, সাহারনপুর)

(৫) জামায়াতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ফতোয়া

* 'মওদুদী সাহেবের লেখা বই–পুস্তকের উদ্ধৃতি দেখে প্রতীয়মান হয়, তার ধ্যান–ধারণা ইসলাম ধর্মের পথনির্দেশক সমস্ত ইমাম এবং সম্মানিত সব নবীর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা ও অবমাননায় ভরপুর। তিনি যে নিজে পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী–এতে কোন সন্দেহ নেই। ...হুযূর আকরাম (সা.) বলেছেন, প্রকৃত দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরও ত্রিশজন দাজ্জাল জন্ম নিবে, যারা আসল দাজ্জালের পথ সুগম করবে। আমার জ্ঞান ও ধারণা মতে সেই ত্রিশ দাজ্জালের মধ্যে একজন হলো মওদুদী।" 'মৌলানা মুহাম্মদ সাদেক, মোহতামিম, মাদ্রাসা মাযহারুল উলুম, করাচী প্রদত্ত ফতোয়া ২৮ শে জিলহজ্জ, ১৩৭১হিঃ)

* "জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রধান 'হযরত' মৌলানা মুফতী মাহমুদ সাহেব মওদুদীর জীবদ্দশায় ঘোষণা করেনঃ 'আমি আজ এখানে হায়দারাবাদস্থ প্রেস ক্লাবে ফতোয়া দিচ্ছি যে, মওদুদী গোমরাহ, কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত। তার এবং তার জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও মৌলভীর পেছনে নামায পড়া না–জায়েয এবং হারাম।..." (সাপ্তাহিক জিন্দেগী', লায়েলপুর ঃ ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৯ইং)।

* 'দারুল উলুম' দেওবন্দ মাদ্রাসা কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়াঃ 'এই জামায়াত মুসলমানদের ধর্মের জন্য এদের পূর্বসূরীর চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক'। (ইস্তিফতায়ে জরুরী – প্রকাশক মোহাম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ খান, মুর্তজা প্রেস রামপুর ইউ পি থেকে ১৩৭৫ হিঃ সনে মুদ্রিত)।

* সুন্নী আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন, মৌদুদী জামাত একটি গোমরাহ জামাত, এদের আকায়েদ আহলে সুন্নত জামাত ও কোরআন হাদীসের খেলাফ (কোরআন ও হাদীরে মৌলানা হোসেন আহমদ মদনী)।

* আসল দাজ্জালের পূর্বে যে ত্রিশজন দাজ্জাল বের হবে মৌদুদী তার একজন (মৌলানা রেজওয়ান, হেজবুল্লাহ দারুত তছনীফ থেকে প্রকাশিত 'ওহাবী ও মৌদুদী ভ্রান্ত মতবাদ, নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

* মৌদুদী–পন্থীদের পিছনে নামায পড়া মকরুহ তাহরীমা (মৌলানা মাহদী হাছান, মুফতী দেওবন্দ, মৌলানা আবদুল্লাহ, মুফতী মুলতান, মৌলানা এহতেশামুল হক থানবী, করাচী, আরাকীনে লাজনাতুল ক্বাজা ওয়াল এফতা সরসিনা। এ ব্যাপারে আরো দু'হাজার আলেমের দস্তখত আছে দেখুন, মৌদুদী জামা'তের স্বরূপ পুস্তিকা)। মৌদুদী–পন্থীদের সম্বন্ধে ৩০৮ জন উলেমার ফতোয়া দেখুন–দৈনিক পাকিস্তান, ২রা মে ১৯৭০ । মুফতী মাহমুদ মৌলানা মৌদুদীকে ইসলাম থেকে খারিজ ঘোষণা করে এ ব্যাপারে অন্যদেরও সমর্থন দাবী করেছেন (পূর্ব দেশ ১৯/১০/৬৯)।

(চলবে)

সংশোধনী

'পাক্ষিক আহমদী'র ঈদুল আযহা সংখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর লিখিত 'বিদায় হজ্জ এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভাষণ' শিরোনামে প্রকাশিত লেখার প্রথম পৃষ্ঠার শুরু থেকে ২১ লাইনের শুরুতে 'মদীনাতে' ছাপা হয়েছে কিন্তু এখানে হবে '*মীনাতে*'। এ অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

-সম্পাদক

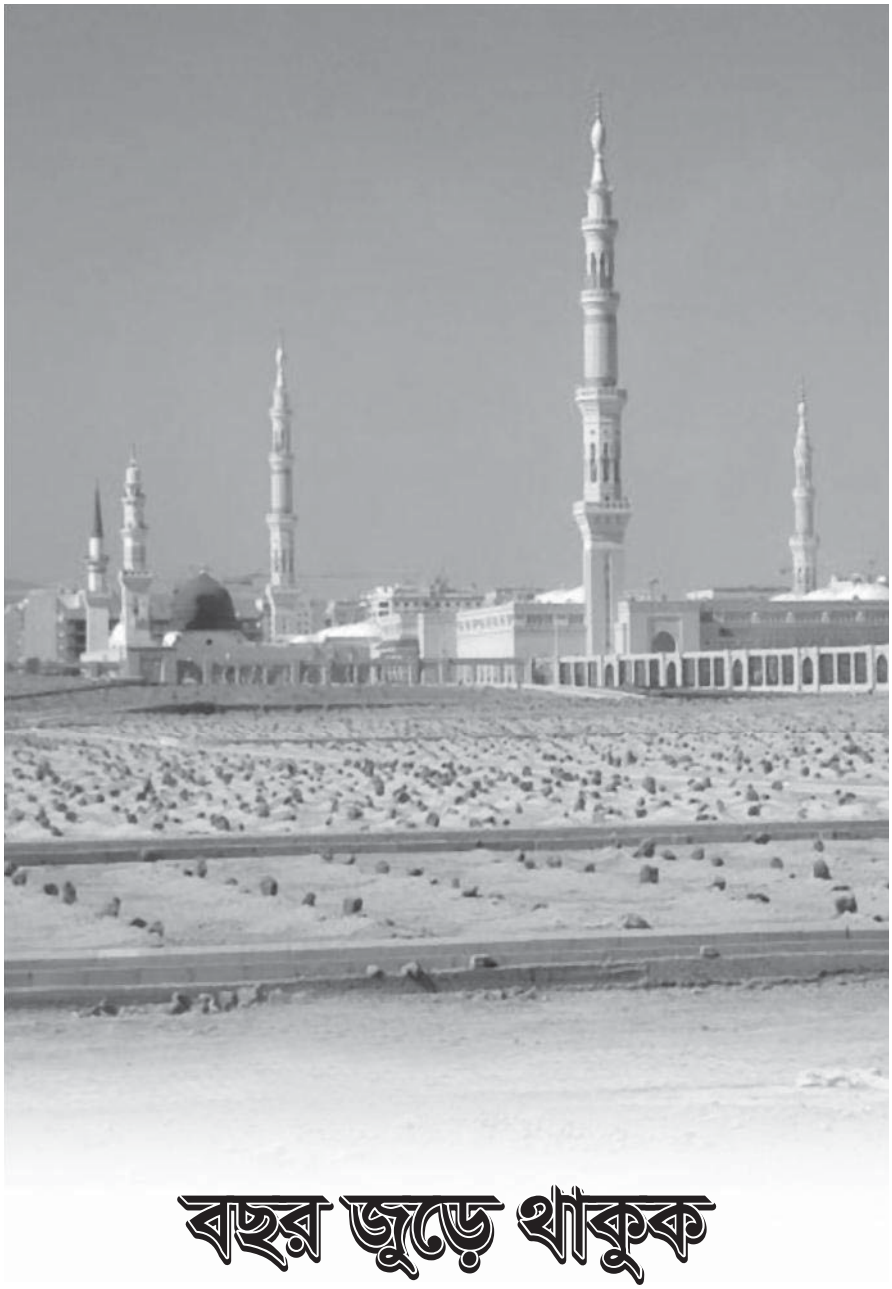

বছর জুড়ে থাকুক হজ্জ ও কুরবানীর আমল

মাহমুদ আহমদ সুমন

আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টির জন্য আমরা হজ্জ ও কুরবানী করলাম। আমাদের এই হজ্জ পালন ও কুরবানী করা কেবল তখনই আল্লাহ্‌পাকের কাছে গ্রহনীয় হতে পারে যখন পুরো বছর জুড়ে এর প্রভাব আমাদের মাঝে থাকবে। তার কাছে বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। তিনি তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভীতি পছন্দ করেন। আর তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বত্তোম আদর্শ ছিলেন বিশ্ব নবী (সা.)। তাকওয়া ছাড়া কোন ইবাদত কাজে আসবে আর না কোন কুরবানী কাজে আসতে পারে। তাই খোদাভীতির রূহ আমাদের ভিতরে সৃষ্টি করতে হবে। আমরা যদি এই রূহ সৃষ্টি করতে পারি তাহলেই আমাদের হজ্জ ও কুরবানী তার দরবারে গৃহিত হবে।

সবেমাত্র আমরা ঈদুল আজহা উদযাপন করলাম, এই ঈদকেও আমাদের সেই ঈদ বানানোর চেষ্টা করা উচিত যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর। বিষয়টি হুযূর (আই.) গত বছরের ঈদুল আযহার খুতবাতে স্পষ্ট করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এই যে কুরবানীর শিক্ষা তা কি শুধু এক দিনের জন্য? মোটেও নয়, যখন হযরত ইসমাইল (আ.) তার পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! তোমাকে খোদা তা'লা যা বলেন, তুমি তাই কর।' এখানে কি শুধুমাত্র গলায় ছুরি চালিয়ে আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল? সেই যুগে মানুষের প্রাণের কুরবানী নেয়া হত। এটি সেই যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নতুন বিষয় ছিল না। এটি যদি সাধারণ কোন কুরবানী হতো তাহলে পৃথিবীবাসী তা ভুলেও যেত, কিন্তু সেই পিতা পুত্রের কুরবানী কোন সাধারণ কুরবানী ছিল না, তাদের মাঝে তাকওয়া ছিল আর এ কারণেই আল্লাহ্‌পাক এই কুরবানীকে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এবং অনুর্বর উপত্যকায় মরুপ্রান্তরে এই কুরবানীর ধারবাহিকতা চালু হয়ে যায় যা আজও রয়েছে। আমরা যে কুরবানী করলাম এটা আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম কিন্তু এর ওপর যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত না থাকি তাহলে এই কুরবানীর কোন মূল্য তার কাছে নেই।

আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাই তাহলে তিনিও আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সব কিছু ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, যা সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আছে 'তুমি বলো, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ্‌ তা'লার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক।' তাই আমারাও যদি আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হতে চাই তাহলে আমার সবকিছুকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে উৎসর্গ করতে হবে। এছাড়া লাখ লাখ টাকা দিয়ে কুরবানী করে কি লাভ যদি

আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টির জন্য আমরা হজ্জ ও কুরবানী করলাম। আমাদের এই হজ্জ পালন ও কুরবানী করা কেবল তখনই আল্লাহ্‌পাকের কাছে গ্রহনীয় হতে পারে যখন পুরো বছর জুড়ে এর প্রভাব আমাদের মাঝে থাকবে। তার কাছে বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই।

এর মাঝে খোদাভীতিই না থাকে।

হজ্জ করলাম, কুরবানী দিলাম অথচ আমার মাঝে খোদাভীতি নেই তাহলে এসবের মূল্যই বা কি আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি সঠিকভাবে আদায় না করি আর প্রতি বছর বড় বড় কুরবানী করি তাহলে কি এই কুরবানী গ্রহণীয় হবে? মোটেও না। কারণ আল্লাহ্‌র কাছে কুরবানীর রক্ত, মাংস কোনটাই পৌঁছে না, তার কাছে মানুষের তাকওয়া পৌঁছে। তাই শুধু একদিনের জন্য পুণ্য কাজ নয়, পুণ্য কাজ করতে হবে বছর জুড়ে। হজ্জের দিনগুলোতে আমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে অঙ্গিকার করেছি। দেশে ফিরে এসে আমাকে সেই অঙ্গিকারের বাস্তবায়ন করতে হবে। নিজের সবকিছু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগাতে হবে। তার আনুগত্যে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। নিজের মাঝে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে। এমন পরিবর্তন যে, হজ্জকারীকে দেখলে মানুষ মনে করবে এই ব্যক্তি আসলেই আল্লাহ্‌প্রেমিক। বাহ্যিকতার সব লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে উঠতে-বসতে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকবে একজন হজ্জকারী। নিজেকে যদি এমনভাবে গড়ে তোলা যায় তাহলেই আমি আল্লাহ্‌প্রেমিক হতে পারবো এবং আমার হজ্জ আল্লাহ্ কবুল করবেন।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানব জাতিকে শুধুমাত্র তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের চূড়ান্ত সীমা সম্পর্কে রসূল করীম (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন তা হলো নামায। যত প্রকারের ইবাদত রয়েছে তার মেরাজ হল নামায। মহানবী (সা.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'নামায আমার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ।' আমরা যদি সেই ভাবে নামায আদায় করি যার উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলে এই ইবাদত আমাদের চোখের স্নিগ্ধতার কারণ হবে। আল্লাহ্‌র হক যেভাবে আদায় করতে হবে, তেমনি বান্দার হকও আদায় করতে হবে। শুধু ঈদের দিন একটি কুরবানী দিয়েছি আর মনে করে নিয়েছি যে, আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে ফেলেছি এটা মোটেও ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কোন গরু বা ভেরা কুরবানীর প্রয়োজন নেই।

অনেকে এমন আছেন যারা সামার্থ না থাকায় কুরবানী দিতে পারেননি তাই নিজেকে হেও মনে করছেন। তারা ভাবছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারলাম না। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি নারাজ। এমন ধারণা মোটেও ঠিক নয়। কুরাবানী দিতে পারিনি বলে কি হয়েছে, আমরাতো নিজেদের সময়কে ইসলামের তবলীগের জন্য উৎসর্গ করতে পারি, অসহায় মানুষের খোঁজ খবর নিতে পারি। নিজেকে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, অযথা সময় নষ্ট না করে মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত থেকে সময় কাটাতে পারি। আর এসব যদি আমরা করি তাহলে কুরবানী না করেও আল্লাহ্‌প্রেমিক হতে পারবো।

ঈদের দিন যেভাবে আমরা একে অপরের খোঁজ খবর নেই এমনই আমল যেন বছরের প্রতিটি দিন হয়। মানুষের বাহ্যিক কাজকর্ম দিয়ে আল্লাহ্‌কে কখনই সন্তুষ্ট করা যাবে না বরং আল্লাহকে খুশি করাতে হলে চাই ধারাবাহিক সৎকর্ম। ঈদের দিনে আমরা লাখ লাখ পশু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করেছি ঠিকই তাতে কি তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয়েগেছে? তিনি তো বাহ্যিক কুরবানী চান না, তিনি চান হৃদয়ের কুরবানী, যে হৃদয় তাঁর ভয়ে সব সময় ভীত থাকে কেবল তার কুরবানীই আল্লাহ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌পাকের কাছে বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই, তিনি অন্তর দেখেন।

যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন' (মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, প্রথম খন্ড)। তাই প্রত্যেক কাজ যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করি এবং হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় রাখি তাহলে আমার প্রত্যেক কাজে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং আমার প্রত্যেক দিনই হবে কুরবানীর দিন।

masumon83@yahoo.com

আমাদের ধর্ম ইসলাম ও আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

আহমদীয়া মুসলমানদের জোর দাবী হল, তারা খাঁটী মুসলমান। তাদের ধর্ম ইসলাম ও তাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরীয়তধারী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত উম্মত। তাদের বিশ্বাস অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের ওপর একমাত্র ইসলাম ধর্মই অবশেষে জয়যুক্ত হবে। এবং প্রাধান্য বিস্তার লাভ করবে।

পবিত্র কুরআনে ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। (৯:৩৩) ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে আহমদীয়া মুসলমানরা এক ঐশী ইমামের নেতৃত্বে জামা'তবদ্ধ হয়ে দিন রাত ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারতার কাজ ক্ষিপ্রতার সাথে বিশ্বে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সর্বান্তকরণে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার ওপর ইমান রাখে। তারা এক ও অদ্বিতীয় খোদা তা'লার ওপর ইমান রাখে। এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরিক করে না। শির্‌ক বা খোদা তা'লার অংশীবাদিতাকে তারা সবচেয়ে বড় পাপ কাজ বলে ঘৃণা করে থাকে। তাই তারা শির্‌ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

বস্তুতঃ ইসলাম ও আহমদীয়াত একটি ইসলামী পূনর্জাগরণ মূলক ঐশী আন্দোলন এবং এটি তৌহিদী জামা'ত। যাদের কাজই হলো ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার করা এবং শাশ্বত সত্য ধর্ম ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করা। জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা সর্বদা রসূল (সা.)-এর প্রেমে বিভোর ও বিমোহিত থাকতেন। তিনি নবী করীম (সা.) এর আশীষ মণ্ডিত শ্রেষ্ঠ উম্মত ও রসূল (সা.) এর খাঁটী প্রেমিক ছিলেন। যার কাজই ছিল নবীজির (সা.) উচ্চতম প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা।

এই জামা'ত ইসলামের প্রকৃত স্বচ্ছ-সজীব, নির্মল ও অনিন্দ্য সুন্দর রূপ জগতবাসীর সামনে উপস্থাপন করে থাকে। এবং বিশ্বের পথ হারা মানুষকে ধর্মের পথে চলতে আহবান করে থাকে। শান্তির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা হতে চুল পরিমান বিচ্যুতিকেও তারা নাজায়েয বলে মনে করে। এই জামা'ত ইসলামী শিক্ষায় বিন্দুমাত্র কম-বেশি করাকে অপরাধ জ্ঞান করে। ইসলাম ও নবী করীম (সা.) এর বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষী চরমপন্থী উগ্রবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তির যুক্তিযুক্ত ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে। এই ধারা খেলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বে চালু থাকায় ইসলাম সম্পর্কে সুধী মহলে সুধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের চিত্তাকর্ষক আদি ও অকৃত্রিম রূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লেখনীর মাধ্যমে এবং সভা সমাবেশে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করছে আহমদীয়া জামা'তের সম্মানীত ইমাম।

আহমদীয়া মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলাম তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য দ্বারা মানুষের হৃদয় মন জয় করবে এবং মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য্য মন্ডিত রূপ দর্শন করে অবশেষে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। কিন্তু বল প্রয়োগের মাধ্যমে এই বিজয় সূচিত হবে না এবং ধর্মের প্রচার কাজও সম্পন্ন হবে না। ইসলামের বিশ্ব বিজয় অস্ত্র বলে কিংবা সন্ত্রাসের পথে নয়, বরং তা শান্তি ও কল্যাণের পথে যুক্তি-প্রমাণ ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন ও দোয়ার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হবে। বিশ্বব্যাপী এই আধ্যাত্মিক

বিপ্লবের ধারা সূচিত হয়েছে। এবং অচিরেই এই আধ্যাত্মিক বিজয় সম্পন্ন হবে। ইসলামের নবীর পদতলে এসে জগৎবাসী সমবেত হবে এবং তাঁর আলোকিত মানব কল্যাণপ্রদ শিক্ষার মাঝেই মানুষ শান্তি ও কল্যাণ খুঁজে পাবে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভাগমনে ধর্ম ও শরীয়ত ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত ঐশী ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত কামেল ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। ইসলামের নবী হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মাঝে নবুওয়ত চরমত্ব লাভ করেছে। এবং নবুওয়তের কল্যাণকর ধারা ইসলামেই চির প্রবাহমান রয়েছে। মহানবী (সা.) এর নবুওয়ত স্থায়ী ও শেষ। এ নবুওয়ত কল্যাণ বিতরনে সক্ষম, যা নবী করীম (সা.)-এর মধ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মুহাম্মদী নবুওয়তের আলোক সম্পাতে ধর্মীয় পরিমন্ডল হবে আলোক মালায় উদ্ভাসিত। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে ঐশী নেতৃত্বের এই ধারা এখন আর চালু নেই। কারণ পূর্ববর্তী ধর্ম ও শরীয়ত মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। আর এটাই ইসলাম ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

ইসলামের নবীর অনুসরণে এবং তাঁর পায়রবী ও গোলামের ফলশ্রুতিতে কেবল মুসলিম জাহানেই ঐশী নেতৃত্বের ধারা বজায় রয়েছে। ইসলামেই এখন খোদা তা'লার অফুরন্ত কল্যাণ ধারা বহমান রয়েছে। পূর্ণতা প্রাপ্ত ধর্ম ইসলামে পূর্ববর্তী অপূর্ণ ধর্ম ও শরীয়তের অধীন কোন প্রকার নবী রসূলের দ্বিতীয় আবির্ভাব হবে না। হযরত আদম (আ.) হতে আরম্ভ করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত যে ধরনের নবী বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও কওমের মধ্যে আগমণ করেছিলেন, সেরকম কোন নবী রসূল আর দ্বিতীয়বার আসবে না। খতমে নবুওয়তের মোহর ভেঙ্গে পূর্ববর্তী কোন নবী রসূল আর পৃথিবীতে আসতে পারে না। মুসলমানদের হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য ইসলামী পরিমন্ডল থেকেই আখেরী যামানায় কাঙ্খিত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ (আ.) আবির্ভূত হবেন। ইমামুল মাহদী ও ঈসা মূলতঃ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হবেন। কিন্তু কোনো ক্রমেই বনী ইসরাঈলীয় নবী ঈসা ইবনে মরীয়ম (আ.) আর দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হবে না। বস্তুতঃ মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য বাইরে থেকে কেউ আসবে না। এবং ভিন্ন শরীয়তের কোনো নবীরও আগমন হবে না। শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমানদের মধ্যে থেকেই ঐশী নেতৃত্বের উদ্ভব হবে। যেমন ইমামুল মাহদী ও ঈসা মসীহ নামধারী মহাপুরুষ এক গৌরবোজ্জ্বল সম্মান ও পদমর্যাদা লাভ করে মুসলমানদের মধ্যে থেকেই আগমন করে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। একই সময় দুজন মহাপুরুষ আসবে না। কেবল একজনই যামানার ইমাম বা নেতা হিসেবে আসবেন। যদিও তারা একই ব্যক্তি, কিন্তু তিনি মরীয়মের পুত্র ঈসা মসীহের নাম প্রাপ্ত হয়ে আসবেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত করো, যদি বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল মাহদী।" (সুনানে ইবনে মাজা বাবু খুরুজুল মাহদী)। যামানার ইমামের হাতে অবশ্যই বয়আত করে জামা'তবদ্ধ হয়ে চলতে হবে। যুগ ইমামকে অস্বীকারের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ংকর। বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা.) এই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ (সা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে ইসলামের শরীয়তের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হয়ে চলার জন্য আদেশ দিয়ে গেছেন। বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান ইমাম মাহদী ও ঈসার আগমনে বিশ্বাসী। মুসলমানদের ঘোর দূর্দিনে ও বিপর্যয় কালে এই মহাপুরুষ আগমন করবেন। অধঃপতিত মুসলমানদের হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য ও একক নেতৃত্বের অধীনে সকল মুসলমানকে চালিত করার জন্য এই মহাপুরুষ আসবেন। জামা'তে আহমদীয়া খতমে নবুওয়তের ওপর পূর্ণ ইমান রাখে। নবুওয়তের কামালিয়াত বা চরমত্বে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এটি সত্য যে আমাদের নবী করীম (সা.) নবুওয়তের ধারায় অবশ্যই শেষ শরীয়তধারী নবী। ইসলামের অধঃপতন ও বিপর্যয় রুখতে ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের মধ্যে থেকেই কান্ডারীরূপে কারো শুভাগমন ঘটবে। আর এটাই খতমে নবুওয়তের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও আসল তাৎপর্য। অন্যরা খতমে নবুওয়তের এই প্রকৃত মর্ম ও গভীরতা বুঝতে না পেরে চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে।

মহানবী (সা.) কে শেষ শরীয়তধারী নবী হিসেবে মান্য করে কি করে আবার বনী ইসরাঈলীয় নবী হযরত মসীহ নাসেরী (আ.)-এর দ্বিতীয়বার আগমন প্রত্যাশায় কাল গুনছে এক শ্রেণীর মুসলমান। তা সত্যিই বোধগম্য নয়। তাদের কাছে আমাদের বিনীত জিজ্ঞাসা, তারা আসলে কাকে শেষ নবী হিসেবে মানেন? এটি সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার। যিনি পূর্বে এসেছেন তিনিতো অবশ্যই শেষ নবী, কিন্তু যিনি আখেরী যামানায় আসবেন তিনি তাহলে কি ধরনের নবী হবেন? খ্রিস্টানদের নবীর পূনরাগমনে খতমে নবুওয়তের শেষত্ব রক্ষা হয় কিভাবে? এই বিশ্বাসের কারণে খতমে নবুওয়তের মোহর কি ভেঙ্গে যায় না।

এখন প্রশ্ন হল শেষ নবী তাহলে কে থাকবেন? এই বিতর্কের সমাধান তাহলে কি করে করা সম্ভব? কারণ কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (সা.)-কে নবী ও রসূল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (সূরা মায়েদা ৭৬, সূরা আলে ইমরান ৫০) এমতাবস্থায় আমরা কি করে তার নবুওয়ত পদ কেড়ে নেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাই। যিনি একজন নবী ও রসূল হিসেবে বনী ইসরাঈল গোত্রের হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য কেবল আগমন করেছিলেন (মথি ঃ ৫ঃ২৪)। এবং যিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। (সূরা মায়েদাঃ ১১৭, সূরা আলে ইমরানঃ ৫৬)। মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কেউ ফিরে আসতে পারে না। (সূরা যুমার ঃ৪৩, সূরা ইয়াছিন ঃ৩২) ঈসা আকাশে নয়,

স্বাভাবিকভাবে এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করে খোদা তা'লার সকাশে চলে গেছেন। (সূরা আল ইমরান ঃ১৪৫)। যেখান থেকে আর কারো ফিরে আসা সম্ভব নয় (সূরা ইয়াছিন ঃ৩২)। কেউ স্বর্গে গেলে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না (সূরা হিজর ঃ৩০)।

কাজেই নবী ঈসা দ্বিতীয়বার আসতে পারেন না। এটি পবিত্র কুরআনের ঘোষণা। ইসলামের অনুসারী হিসেবে আল্লাহ্‌র আদেশে মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ মাহদী ও মসীহ রূপে আগমন করলে খতমে নবুওয়তের ওপর কোন আঁচঢ় লাগে না। পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী নবুওয়ত ব্যবস্থা যেখানে সক্রিয় রয়েছে সেখানে বাইরে থেকে আর কেউ আসবে না। তবে ইসলামের অভ্যন্তর থেকেই খোলাফায়ে রাশেদিন, যামানার মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও মসীহের অভ্যুদয়ের ফলে সংস্কারমূলক কাজ এগিয়ে চলছে। ইসলামের এই সংস্কারমূলক কাজ এবং সংশোধন ও পূনরুজ্জীবনের ধারা কেয়ামতকাল পর্যন্ত বজায় থাকবে। অন্য জাতি ও গোত্রের জন্য আগমনকারী কোন নবীর দ্বারা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতের হেদায়াত ও সংশোধনের কোন প্রয়োজন পড়বে না। কারণ পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ইসলামের অধঃপতন ও বিপর্যয় রুখতে মুসলমানদের মধ্যে থেকেই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। যিনি শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যে ঐশী নেতৃত্বের পদমর্যাদায় ভূষিত হয়ে আবির্ভূত হবেন।

একজন কামেল পারফেক্ট পূর্ণ ও স্থায়ী মর্যাদাবান বড় নবীর নবুওয়তে নেই কোন কমতি ও বিচ্যুতি। কারণ তার শরীয়ত ব্যবস্থা এমনই পূর্ণাঙ্গ যে এর অনুসরণে খোদা তা'লার আশীষ দীপ্ত পূন্যবান ও সত্যবাদী, শহীদ, সালেহ ও সিদ্দীকীয়তের মর্যাদায় আসীন আলোকিত ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হতে থাকবে কেয়ামত কাল পর্যন্ত। (সূরা নিসাঃ ৭০আয়াত)। তাঁর উম্মতের প্রকৃত ও সৎ আলেমগণ এমন পদ মর্যাদাও লাভ করবে যে, তারা বনী ইসরাঈলী নবীদের সমমর্যাদা লাভ করবে। তবে এমন একজন মহাপুরুষও আগমন করবেন যিনি নবুওয়তের গৌরবোজ্জ্বল সম্মান ও পদমর্যাদায় ভূষিত হবেন। আর তিনি হলেন ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)। যিনি মহানবী (সা.)-এর রূহানী সন্তান হিসেবে ইসলামের অধঃপতন ও বিপর্যয় রুখে দিয়ে শাশ্বত সত্য ধর্মের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা বেগমান করবেন এবং দাজ্জাল রূপী ত্রিত্ববাদ তিনিই রুখবেন।

যারা বিশ্বব্যাপী ক্রুশীয় মতবাদকে ছড়িয়ে দিয়ে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রসারতা ঘটিয়ে চলছেন। ত্রিত্ববাদ চরম এক মিথ্যা ও ধোঁকা, এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তিন খোদার উপাসনায় লিপ্ত। আজ আল্লাহ্‌র নবী মরীয়ম পুত্র ঈসা ও তার মাকে খ্রিষ্টানরা খোদার আসনে বসিয়ে পুঁজা করছে। আল্লাহ্‌র ওপর আজ তারা পুত্রত্ব আরোপ করেছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কি হতে পারে। যারা বলে রহমান খোদা এক পুত্র গ্রহণ করেছেন। (সূরা কাহফ ঃ৫)। এটা অত্যন্ত জঘন্য ও নাপাক কথা যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল ডাহা মিথ্যা কথাই বলছে। আর এ জন্য আকাশ সমূহ ফেটে যাবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পর্বতমালা খন্ড বিখন্ড হয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করেছে। (সূরা মরীয়ম ঃ৯১ঃ ৯২)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে যে, এই জামা'তকে নাকি ইংরেজরা দাঁড় করিয়েছে। আসলে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। এই জামা'তকে স্বয়ং আল্লাহ্ দাঁড় করিয়েছেন, ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়কে নিশ্চিত করার জন্য। এটি আল্লাহ্‌র স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ। যা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বর্তমানে ২০৬টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বে ২০ কোটির অধিক আহমদী মুসলমান এক খলীফা বা নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে ইসলামের প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বে আহমদীরাই একমাত্র মুসলমান যারা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীদের দাজ্জালী শক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। অন্যথায় খোদা তা'লার রুদ্র

ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে আহমদীয়া মুসলমানরা এক ঐশী ইমামের নেতৃত্বে জামা'তবদ্ধ হয়ে দিন রাত ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারতার কাজ ক্ষিপ্রতার সাথে বিশ্বে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সর্বান্তকরণে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার ওপর ইমান রাখে। তারা এক ও অদ্বিতীয় খোদা তা'লার ওপর ইমান রাখে। এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরিক করে না। শির্‌ক বা খোদা তা'লার অংশীবাদিতাকে তারা সবচেয়ে বড় পাপ কাজ বলে ঘৃণা করে থাকে। তাই তারা শির্‌ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

রোষ থেকে বাঁচতে পারবে না বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

আহমদীয়া জামা'তের প্রচারের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজ খ্রিষ্টান পাদ্রীরা লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। সত্যানুসন্ধানী খ্রিষ্টানরাও আহমদীয়া প্রচারকদের প্রচারনার মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে। আহমদীদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমা বিশ্বে আজ ইসলামের সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছে এবং ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি আধ্যাত্মিক ধর্মীয় সংগঠন। ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তারা কুরআন হাদীসের আলোকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী একটি ইসলামী সংগঠন। ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কাজকে তারা ঘৃণা করে থাকে। তারা ধর্মের নামে রক্তপাতের বিরোধী, তারা অত্যন্ত শান্তিকামী মানুষ। তারা বিশ্বে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে তাদের ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আহমদীরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য ইসলামী চরমপন্থীদের হাতে নিগৃহিত হচ্ছে এবং ইসলামী জঙ্গী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলার শিকার হচ্ছে। উগ্রমৌলবাদী গোষ্ঠীর চরম বিরোধীতার মোকাবেলা করেই তাদেরকে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে প্রতিনিয়ত চলতে হয়। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত তথাকথিত আলেম ওলামা ও পীর মাশায়েখরা মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মিথ্যার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে চলছে। তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ আহমদীরা প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের ধর্ম কর্ম করে থাকে। এবং ইসলামী আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেন, 'আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এর ওপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম)এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। (আইয়ামুস সুলেহ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আমরা মুসলমান। এক অদ্বিতীয় খোদা তা'লার ওপর ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমার ওপর আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে মানি। আমরা ফেরেশতা পুনরুত্থান দিবস (কিয়ামত) জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলা মুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) হারাম (নিষিদ্ধ) আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি যা কিছু হালাল (বৈধ) করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই।

আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না। এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তনিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী একত্ববাদী মুসলমান। (নূরুল হক ১ম খন্ড পৃঃ ৫)

প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়া তরিকার মুসলমানরা ইসলামী শরীয়ত গ্রন্থ কুরআন মজীদের আলোকদীপ্ত শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবন ও সামাজিক পরিমন্ডলকে আলোকিত করে ন্যায় ও সত্য পথে চলে থাকে। ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের সদস্য ও সদস্যারা সর্বদা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এবং তোমাদের মধ্যে এমন জামা'ত থাকা দরকার যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে এবং ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজে বারণ করবে। বস্তুতঃ এরাই সফল কাম। (সূরা আল ইমরানঃ ১০৫)

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের বর্তমান ও ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর গতিশীল নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের প্রচার কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছে। আহমদীয়া আন্দোলনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার হাজার হাজার ধর্মহীন মানুষ ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী আজ ইসলাম গ্রহণ করছে।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

গিবত
একটি জঘন্য পাপ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।"

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

(১ম কিস্তি)

'গিবত' আরবি শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলা হয়।

একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুন্দরভাবে গিবতের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। একদা নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা কি জান গিবত কি? সাহাবাগণ (রা.) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। রসূল (সা.) বললেন, গিবত হলো– তুমি তোমার ভাইয়ের এমন ভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অত:পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ। (মুসলিম)।

আমরা অনেক সময় অবসর বসে থাকি। হাতে কোন কাজ থাকে না। বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে একসাথে গল্প করি। এ সময় কথায় কথায় অন্যের সমালোচনা করি। আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যদের দোষ খুঁজে বেড়াই। তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করি। বস্তুত এসবই হচ্ছে গিবত। ঠাট্টাচ্ছলে গল্প করার সময় এসব কথার দ্বারা অনেক বড় গুনাহ হয় তবে শুধু কথার মাধ্যমেই নয় বরং আরও নানা ভাবে গিবত হতে পারে। যেমন লেখনীর মাধ্যমে, ইশারা ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কারও সমালোচনা করা, করোও অভ্যাস নিয়ে চিত্র লেখা বা কার্টুনের মাধ্যমেও গিবত করা যায়। কারও কোন দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিতি রূপ। এছাড়াও শারীরিক দোষ ত্রুটি, পোষাক পরিচ্ছদের সমালোচনা, জাত-বংশ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, কারও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস নিয়ে সমালোচনা করা ইত্যাদি গিবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শরীয়তে গিবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন– "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারো ওপর) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গিবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না। তোমাদের কেউ কি মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। (সূরা আল হুজুরাত: ১৩)

গিবত করাকে আল কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোন মানুষই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা গিবত করাকে পছন্দ করেন না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও আমাদের

গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। নবী করীম (সা.) বলেন, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! গিবত কিভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ হয়? নবী করীম (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গিবতকারীকে আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি ক্ষমা করবে। (বায়হাকি)

ইসলামী শরীয়তে গিবত সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারও গিবত করা যেমন হারাম তেমনি গিবত শোনাও হারাম। গিবত না করার পাশাপাশি গিবত শোনা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে এবং গিবতকারীকে গিবত করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলতে হবে। নতুবা যেসব সভাতে গিবতের আলোচনা হবে সেসব সভাকে এড়িয়ে চলতে হবে।

রসূল করীম (সা.)-এর একটি ছোট্ট হাদীস রয়েছে যার মাঝে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষনীয় বিষয় এবং অনেক হিকমত রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন– "আল মুসলিমু মিরআতুল মুসলেমে" অর্থাৎ 'একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানের দর্পন স্বরূপ বা আয়না স্বরূপ।' যখন মানুষ আয়না দেখে তখন আয়নাই তার ভুল ত্রুটি ও তার দুর্বলতা তার সামনে তুলে ধরে। শুধু তার সামনেই তার দোষত্রুটি তুলে ধরে, যে ব্যক্তি আয়না দেখছে। অন্য কারো কাছে এটি বলে না যে, এর মাঝে অমুক অমুক দোষত্রুটি রয়েছে। এই হাদীসের ওপর আমল করে আমরা অনেক মন্দ কাজ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি এবং প্রকৃত মানুষ হতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের সাহায্য চাওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের এই সমস্ত গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। দোষত্রুটি যদি অন্বেষণ করতেই হয় তাহলে নিজের দোষত্রুটি প্রথমে অন্বেষণ কর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–"অন্যের মন্দ কাজের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি থাকে কিন্তু নিজের মন্দ কাজ সম্পর্কে সে উদাসীন থাকে।"

গিবতের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা অনেক সময় এমন ব্যক্তির গিবত করে থাকি যার নিকট ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ নেই। ফলে গিবতের এ পাপ আল্লাহ্‌ও ক্ষমা করেন না। সুতরাং আমরা গিবত করা থেকে বিরত থাকব। যদি কোন কারণে তা হয়েও যায় তবে সাথে সাথে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব।

মানুষের মনের কথা অন্যের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে হল বাকশক্তি। কথা বলার জন্য যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জিহ্বা। এ কারণে জিহ্বা শব্দটির সমার্থক শব্দ হল বাকশক্তি। আমরা এমন এক বাগধারা বা প্রবাদ প্রবচন সম্পর্কে জানি যা এই জিহ্বা বা বাকশক্তি সম্পর্কে।

যেমন জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখা অনেক কঠিন কাজ, একটি চুপ শত শত সুখ, অতিরিক্ত বলার কারণে জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, জিহ্বার কোন হাড্ডি নেই তারপরও এটি পিষে ফেলে এবং যে চুপ থাকে সে মুক্তি পায়। গিবতের কারণে মানব সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়, হৃদয় অপবিত্র হয়ে যায় আর খোদা তা'লা এমন ব্যক্তির হৃদয়ে কখনই বসবাস করতে পারে না। আমাদের উচিত, আমরা যেন আমাদের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখি এবং প্রত্যেক ভুল কথা থেকে একে পবিত্র রাখি, তখনই কেবল আমাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার আরশ হতে পারে।

পবিত্র কুরআন করীমে গিবতের বিধিনিষেধ

কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা সহজ সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করে। পবিত্র কুরআন করীম গিবত করাকে একটি জঘন্যতম পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে বলেন– হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারও ওপর) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গিবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না।

"হযতে রসূল করীম (সা.) গিবত করাকে খুবই অপছন্দ করতেন, এমন কি গিবতকে তিনি (সা.) ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য বলে অবিহত করেছেন।"

তোমাদের কেউ কি মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করে? অবশ্যই এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

কুরআন করীমে অপবাদ লাগানোর বিধি নিষেধ ঃ

পবিত্র কুরআন করীমে অপবাদ লাগানোর বিধি নিষেধ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা আল্ মুমতাহানার ১৩নং আয়াতে বলেন– 'তারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বানিয়ে তা কারো প্রতি আরোপ করবে না।'

এই আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, মহিলাদের মাঝে এই রোগ বেশি রয়েছে এ কারণে তাদের এ ব্যাপারে বেশি সতর্ক থাকা উচিত। কেননা এই আয়াতের ওপরের অংশেই বলা হয়েছে যে, 'হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে আসে (এবং এ বলে) তোমার কাছে বয়আত করে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না...।'

(চলবে)

মানুষের স্বভাবের দশটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

(৬) অহংকার যা ধ্বংস করে জ্ঞানকে। অহংকার একটি সামাজিক ব্যাধি। আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই রোগ প্রবেশ করেছে। যার ফলে মানুষ বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অহংকার করে বসে। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে যা কখনো উচিত নয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। অহংকারের দরুন মানুষ জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন, অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের অন্তর অবিশ্বাসপ্রবণ এবং তারা অহংকারী। (সূরা আন্ নাহল : ২৩)

বিশ্বাসের দুর্বলতা থেকেই পাপ জন্ম নেয়। পাপের কারণেই মানুষের মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয়। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে পোষণ করা। কারণ মানুষ যদি আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি পূর্ণভাবে আস্থাবান হয় এবং মিথ্যা দেবতার ছায়াও না মাড়ায় তাহলে সে সঠিক পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না। আর এ কারণে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৬৪নং আয়াতে বলেছেন, অর্থাৎ- "আর তোমাদের উপাস্য হলো এক-অদ্বিতীয় উপাস্য। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত অসীম দানকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' কেউ বলল, "যদি কেউ সুন্দর পোশাক ও জুতা পসন্দ করে?" তিনি বললেন, "অহংকার বলতে আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চক্ষে দেখা বুঝায়" (মুসলিম)।

অহংকার সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে এসেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অহংকার ভরে স্বীয় কাপড় নীচে ঝুলিয়ে মাটিতে টেনে হিচঁড়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না" একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, "আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ না রাখলে আমার কাপড়ের একদিক যে নীচে ঝুলে পড়ে?" তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তুমি তো এটা অহংকার বশত করছ না"। (কাজেই ঐ শাস্তি তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়) (বুখারী)। উল্লেখিত হাদীস হতে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। সমাজে চলার ক্ষেত্রে সর্বদা এমন ভাবে চলা উচিত যেন আমার কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ না পায়। অহংকার মানুষের সবকিছু নষ্ট করে দেয়। এমনকি আল্লাহ্‌র নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত হতে হয়।

এ যুগের মহামানব প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "মানুষের নাফসে আম্মারাহ্ (কুপ্রবৃত্তি)-এর মধ্যে প্রকারের অপবিত্রতা আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা খারাপ হল অহংকারজনিত অপবিত্রতা, যদি অহংকার না থাকত তবে কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী (অবিশ্বাসী) থাকত না"। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)। তিনি (আ.) আরও বলেন, "অহংকার এমনি একটি আপদ যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। মনে রাখবে অহংকার শয়তান হতে আসে এবং অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে" (মালফুযাত ৬ষ্ঠ খন্ড)। নযূলুল মসীহ্ পুস্তকে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, "কোন সময় এই অহংকার ধন প্রসূত হয়ে থাকে। বিত্তশালী অহংকারী অন্যকে কাঙ্গাল মনে করে এবং বলে যে, "সে কোন ব্যক্তি যে আমার মোকাবেলা করতে পারে? কোন কোন সময় খান্দান ও খান্দান ও জাতের অহংকার হয়ে থাকে। সে মনে করে যে তার জাতি বা বংশ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং অপর ব্যক্তি ছোট জাতের?.....কোন সময় অহংকার এলেম বা জ্ঞান হতে এসে থাকে। কোন ব্যক্তি ভুল শব্দ বললে, সে তৎক্ষণাৎ তার দোষ ধরে বসে এবং অহংকারের বিভিন্ন শ্রেণী প্রকার আছে। এ সবই মানুষকে নেকী ও পুণ্য লাভে বঞ্চিত করে এবং জনগণের উপকার

করতে বাধা দেয়। এ সকল হতে আত্মরক্ষা করা উচিত"।

সাত ঃ 'শির্‌ক' যা ধ্বংস করে ঈমানকে। শির্‌ক অপর একটি ব্যাধি যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা হতে দুরে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীনতাই শিরকের মূল কারণ। সত্যিকার প্রভুকে চিন্তে না পেরে মানুষ বিভিন্ন প্রভু বানিয়ে নেয় এবং শির্‌ক করে থাকে। শিরক সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত আছে, সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তকারে কিছু উদাহরণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। আমরা পবিত্র কলেমা পড়ে থাকি যাতে বলা হয়েছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" অর্থাৎ নেই কোন মা'বুদ বা উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত রসূল। এই "লা ইলাহা" নাই কোন মাবুদ অর্থাৎ "ইল্লাল্লাহ্" আল্লাহ্ ছাড়া। আজ পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া যে মাবুদের ইবাদত করা হয় তারা কোন মাবুদ নন। মানুষের তৈরী বা বানানো প্রভু। যাদেরকে সত্যিকার প্রভুর স্থলে খোদা বানানো হয়ে থাকে। আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজ নিজ ইচ্ছামত প্রভু বানিয়ে সত্যিকার প্রভু হতে দূরে সরে আছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন, অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র প্রতি সদা বিনীত থেকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করে। আর যে-ই আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করবে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। সেক্ষেত্রে হয়তো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বা বাতাস তাকে দূরের কোন জায়গায় ছুঁড়ে ফেলবে। (সূরা হাজ্জ : ৩২)

আল্লাহ্ তা'লার সাথে শরীক করার অর্থই হলো নিজেকে প্রকৃত প্রভুর অস্থানা হতে দূরে নিক্ষেপ করা। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সেরা হচ্ছে মানুষ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, মহাসাগর, পর্বত শ্রেণী ইত্যাদি সবই মানবের সেবার জন্য সৃজন করা হয়েছে। মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণের এত উচ্চ মার্গে উঠতে পারে যে তার ব্যক্তি-সত্তায় এশী গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হতে পারে। অতএব যদি অচেতন বস্তুর উপাসনা করার মত অমর্যাদাকর অবস্থায় সে নিজেকে নামিয়ে ফেলে তাহলে সে আধ্যাত্মিক মহত্বের উচ্চ মার্গ হতে নৈতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক অসম্মানের অতল তলে পতিত হয়।

এসম্পর্কে দুটি হাদীস প্রদত্ত করা হলো; প্রথমটি হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "হে মুয়াজ! তুমি কি জান, বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র কি হক্ আছে?' হযরত মুয়াজ (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন! নবী করীম (সা.) বললেন, '(বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র হক্ হল) সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না" (বুখারী)। অপর হাদীস হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "বড় গুনাহ হল, 'আল্লাহ্ তা'লার শরীক করা, মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া, হত্যা করা ও মিথ্যা কসম খাওয়া' (বুখারী)।

মানুষ পৃথিবীতে জানা অজানা যত পাপই করুক না কেন মহান আল্লাহ্ তা'লা একদিন না একদিন তা ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরকের মত পাপকে তিনি ক্ষমা করবেন না। মানুষ নিজের প্রয়োজনে যত 'ইলা'ই বানিয়ে নেক না কেন তা কোন উপকারে আসবে না। মানুষের তৈরী ও বানানো কোন প্রভু হতে পারে না। প্রভু সেই সত্তা যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। প্রভু সেই সত্তা যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রভু সেই সত্তা যিনি সবকিছু লালন পারন করেন। এ ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, "সুতরাং অদ্য আমি পরিস্কার ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, যার মধ্য দিয়ে মানুষ বেহেশ্‌ত প্রবেশ লাভ করে তা এই যে, শির্‌ক ও আচার অনুষ্ঠান পূজার পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের পথ অবলম্বন কর এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআন শরীফে যা কিছু বলেছেন এবং তাঁর রসূল (সা.) যে হেদায়াত দিয়েছেন, সেই পথ হতে বামে বা ডানে ফিরবে না।" "অন্যকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বিভিন্ন প্রকারে করা হয়ে থাকে যাকে শির্‌ক বলে। মূল শির্‌ক যা হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং অন্য মূর্তি পূজকেরা করে থাকে যাতে তারা কোন মানুষ, পাথর জড় পদার্থ শক্তি বা কোন কোন কাল্পনিক দেবতাকে আল্লাহ্ বলে উপাসনা করে থাকে। –কিন্তু অন্য এক প্রকার শির্‌ক আছে যা বিষবৎ গোপনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার অভাবের কারণে। তিনি (আল্লাহ্) এটা অনুমোদন করেন না যে একজন সম্পদ ও অন্যান্য বিষয় বা বন্ধু বান্ধবের ওপর এত নির্ভর করে যে, তা তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। এটা একটা ভয়ংকর শির্‌ক যা কুরআনের শিক্ষার স্পষ্ট বিরোধী।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড)

আট ঃ পরনিন্দা, যা ধ্বংস করে আমলকে। অন্যের দোষত্রুটি বলে বেড়ানো ও পরনিন্দা একটি সামাজিক ব্যধি। প্রতি স্তরে এর প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। কী বড় কী ছোট, সবার মাঝেই এই অভ্যাস খুজে পাওয়া যায়। মু'মিন মুত্তাকীর এ ধরনের স্বভাব হওয়া উচিত নয়। সমাজ থেকে যত দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি এই অভ্যাস দূর করা হবে ততোই সমাজের মঙ্গল। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "অর্থাৎ প্রত্যেক কুৎসাকারীর (ও) দোষত্রুটি অন্বেষণকারীর জন্য দুর্ভোগ, (সূরা হোমাযা : ২)। এই আয়াতে 'হুমাযা' অর্থ সেই ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায়। 'লুমাযা অর্থ সেই ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দুর্নাম করে (আকরাব)। পূর্ববর্তী সূরাতে দু'টি মৌলিক গুণ তথা সততা ও ধৈর্যকে শান্তির উৎস বলা হয়েছে আর এ সূরাতে ঐ দু'টি গুণের বিপরীতে দু'টি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে যা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে দেয়। ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা-রটনা এমনি দু'টি প্রধান দোষ যা বর্তমানের তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। চরম ছিদ্রান্বেষী এবং পরনিন্দাকারী সমাজে লাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে থাকে। এ ধরনের লোকেরা মানুষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়। মানুষ তাদেরকে ভাল চোখে দেখে না। তাই এ ব্যধি থেকে আমাদের নিরাপদ থাকা উচিত। পারিবারিক, সামাজিক অশান্তির মূলে রয়েছে পরনিন্দা বা ছিদ্রান্বেষণ। যত ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ইত্যাদি সমস্যা এর মাধ্যমেই আরম্ভ হয়। কুৎসাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গনম (রা.) ও হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, তারাই আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং পুত পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়।" (আহমদ ও বায়হাকী)

অনেক সময় মানুষ হাসি তামাশার ছলে কুৎসা-রটনা করে ফেলে এটাকে কিছুই মনে

করে না। এমনটি হওয়া উচিত নয়। ইসলাম যে কাজকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তা থেকে প্রত্যেককে দূরে থাকা উচিত। সমাজ হতে ছিদ্রান্বেষণ দূর হলে অশান্তি অনেক অংশে কমে যাবে। পরিবেশ সুন্দর হবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। অন্যের সুখ শান্তি দেখে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য মানুষ কুৎসা রটনা করে থাকে। কুৎসাকারী অন্যের ভাল দেখতে পারে না। তাই ছিদ্রান্বেষণের মাধ্যমে অশান্তি তৈরী করার চেষ্টা করে বেড়ায়। এজন্য মু'মিনদের সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। এ জাতীয় লোক হতে নিজেদের পৃথক করাই ভালো ও মঙ্গল। পরনিন্দা হতে আমাদের সকলকে মুক্ত থাকা উচিত। নেক আমলকে ধ্বংস করার জন্য পরনিন্দাই যথেষ্ট। কোন অবস্থাতেই যেন আমরা এই ব্যধিতে আক্রান্ত না হই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে বলেছেন, "সকল ব্যাভিচারী পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং তাদের সঙ্গী যারা নিজেদের ভ্রাতার এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।"

এ সকল কাজ বিষ বিশেষ। তা পান করে তোমাদের পক্ষেও জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নয়। অন্ধকার ও আলো কখনও একত্রে থাকতে পারে না, যে ব্যক্তির মন কুটিলতাময় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে কখনই সেই আপোষের অধিকারী হতে পারে না, যা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটে থাকে।"

গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ করা গুনার কাজ। সুতরাং মুসলমানকে এগুলো পরিহার করতে হবে। 'গীবত আরবী শব্দ, বাংলাতে একে পরনিন্দা বলা হয়। গীবত কোন অবস্থাতে জায়েজ নয়। গীবত করার মত গীবত শোনাও পাপের কাজ। কোন ব্যক্তি যখন কারো গীবত করতে থাকে, তখন শ্রোতাদের উচিত গীবতকারীকে গীবত থেকে বিরত রাখা। এক্ষেত্রে গীবতের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে পরনিন্দার চর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়ে যাবে।

নবম ঃ 'মিথ্যা' যা ধ্বংস করে আস্থাকে। মিথ্যা বড়ই জঘন্য পাপ এ হতে সবাইকে বাঁচা উচিত। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে অনেক আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে দু' একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "অর্থাৎ অতএব তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর (সূরা হাজ্জ : ৩১)। মিথ্যা বলা প্রতিমা পূজার ন্যায়ই নিষিদ্ধ। মানুষের মাঝে যখন ঈমানের কমতি বা অভাব দেখা দেয় তখন সে মিথ্যা বলে থাকে। মিথ্যাবাদী সম্পর্কে দুর্ভোগ এর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, "অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী (ও) প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ"। (সূরা জাসিয়া : ৮)। আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, "শুধু তারাইতো মিথ্যা রচনা করে থাকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের ওপর ঈমান আনে না; বস্তুত এরাই মিথ্যাবাদী। (সূরা মারইয়াম :১০৩) উল্লেখিত আয়াতগুলিতে মিথ্যার প্রকৃতরূপ প্রকাশ করা হয়েছে। একজন মিথ্যাবাদী কি রূপ হতে পারে বা তার দ্বারা কি কাজ সংঘটিত হতে পারে। যে মুহূর্তে কোন মানুষ মিথ্যা বলবে তখনই সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ঈমান থাকা অবস্থায় কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, "মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতেই থাকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে চরম মিথ্যাবাদী (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যখন একজন মানুষ মিথ্যা কথা বলে তখন তার দুর্গন্ধে ফিরিশ্‌তা তার নিকট হতে এক মাইল দূরে সরে যায়।' (তিরমিযী)

সুতরাং একজন মিথ্যাবাদীর চিন্তা করা উচিত সে কি করবে? যেহেতু ফিরিশ্‌তা মিথ্যাবাদী হতে দূরে সরে যায় তাহলে সেখানে আল্লাহ্ ও থাকে না এবং তার প্রতি কোন রহমতও থাকে না। মিথ্যাবাদী সর্বদা নি:সঙ্গ হয়ে থাকে এমনকি সে সফলতা ও লাভ করতে পারে না। সমাজের সর্বস্তর হতে মিথ্যা দূর হোক এ কামনা করি।

"মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না", মিথ্যা সম্পর্কে একটি সুমহান হাদীস আমাদের সামনে রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এ সময় তিনি (সা.) হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচ। তিনি (সা.) একথাটি পুন: পুন: উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম হায় যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়। আমাদের জীবন যতই সংকটাপূর্ণ অবস্থায় পড়ুক না কেন কোন অবস্থাতে যেন আমরা মিথ্যা না বলি। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যার জন্য কোন মুক্তির ব্যবস্থা করবেন না। মিথ্যার চেয়ে জঘন্য আর কোন বিষয় নেই। সত্য সম্বলিত প্রত্যেকটি কথাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে" (আহমদী ও গয়ের আহমদীতে পার্থক্য)।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত না মানুষ বাসনামূলক ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য হতে পৃথক হয় যা সত্যবাদিতায় বাধা জমায় সে পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্যকথা বলে যাতে তার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মানসম্ভ্রম বিপন্ন হলে বা ধন সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা কথা বলে এবং সত্য বলতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সে ক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠত্ব কি?" (ইসলামী নীতিদর্শন)। আসুন আমরা মিথ্যা পরিত্যাগ করার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, হে খোদা আমাদের মিথ্যা কথা, মিথ্যা অঙ্গীকার, মিথ্যা বাহানা থেকে থেকে দূরে রাখা এবং সর্বাবস্থায় তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। আমরা দুর্বল, অসহায় ও গুনাগার বান্দা আমাদেরকে তুমি তোমার নিরাপত্তার চাদরে আকড়িয়ে রাখ। তোমার সাহায্য ছাড়া পাপ হতে মুক্তি পেতে পারবো না, তুমি আমাদের রক্ষা করো ইহ জীবনে ও পর জগতে, আমীন।

এবং ***দশ ঃ রাগ–*** যা ধ্বংস করে বুদ্ধিকে। অতিরিক্ত রাগের ফলে মানুষ অনেক সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। রাগের বসে মানুষ অনেক অপকর্ম করে ফেলে পরে সে তা বুঝতে পারে যে আমার এটা করা ঠিক হয়নি। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে কিছু

দিকনির্দেশনা রয়েছে, সূরা আলে ইমরানের ১৩৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ যারা খরচ করে স্বচ্ছলতায় এবং অস্বচ্ছলতায় এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুত: আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে। অপরদিকে সূরা আশশূরার ৩৮নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং যারা বড় পাপ ও অশ্লীল কাজকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'সে বীর পুরুষ নয় যে কুস্তিতে অপরকে ধরাশায়ী করে দেয় বরং বাহাদুর তো হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মসংযমী হয়।" (বুখারী) রাগ বা ক্রোধের সময় কি করা উচিত এ সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে, হযরত আবুযর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কারও রাগ আসে তখন যদি সে দাঁড়ান থাকে তবে যেন বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় ভাল, অন্যথায় যেন শুয়ে পরে।" (আহমদ, তিরিমিযী)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আদিকাল হতে আল্লাহ্ তা'লা বলে এসেছেন যে, পবিত্র হৃদয় হওয়া ছাড়া পরিত্রাণ নেই। সুতরাং তোমরা পবিত্র হৃদয়ধারী হয়ে যাও এবং কুপ্রবৃত্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ও উত্তেজনা হতে মুক্ত হও।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)

রাগের সময় অবশ্যই আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা উচিত। এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেন, "তারা যদি আল্লাহ্‌র ওপর যথাযথ ভাবে ভরসা করতো তবে তিনি পাখির মতো তাদের আহার করাতেন। পাখিরা প্রভাতে খালি পেটে বের হয় আর সন্ধায় ভরা পেটে নীড়ে ফেরে।" সুতরাং সব কিছুতেই আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা উচিত। তাহলে সব কাজ সহজ হয়ে যাবে। খোদাভীতিই মানুষকে সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

পরিশেষে একটি দৈনিক পত্রিকার কিছু লেখা উল্লেখ করেই আমার প্রবন্ধের ইতি টানছি। ২৭-১১-২০১৩ 'দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ' ১১ পৃষ্ঠায় স্বাস্থ্যকথায় রাগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কিছু কথা গ্রন্থনা করেন ডা: মহসীন কবির, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক লেখক ও গবেষক। তিনি যা বলেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

রেগে গেলে মানুষ অনেক সময় কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। কী করবে না করবে কিছুই বুঝতে পারে না। রাগ কোন কোন সময় বিচ্ছেদ ঘটায় অনেক চিরচেনা সম্পর্কের। আবার হঠাৎ রাগের মাথায় কোন ভুল সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে নিজের পরিবার পরিজন কিংবা সমাজের। রেগে গেলে মানসিক চাপে আবার আপনার মনস্তাত্ত্বিক জগৎ এলোমেলো হয়ে যেতে পারে এবং এটি হতে পারে মানসিক রোগের কারণ। নিচে রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু সহজ উপায় দেয়া হলো।

* রেগে গেলে বসে পড়েন। কারণ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মানুষ বেশী রাগ প্রকাশ করে। শুয়ে পরলে রাগ অনেকটাই চলে যায়।

* রেগে গেলে প্রতিটি কথা বলার আগে পাঁচ সেকেন্ড করে সময় নিয়ে চিন্তা করুন। কারণ রেগে গেলে অনেক সময় এমন অনেক কথা বলা হয়, যা অন্যের এবং নিজের জন্য ক্ষতিকর।

* হঠাৎ করে রেগে গেলে মনে মনে প্রথমে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে শুরু করেন, এরপর আবার উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ দশ থেকে এক পর্যন্ত গুনুন। তাহলে দেখবেন অনেকটাই চলে গেছে আপনার রাগ।

* রাগ করলে কারো সাথে কথা না বলে চুপচাপ নিজের রুমে বসে পড়ুন। কিছুক্ষণ পরে রাগ কমে গেলে আপনার রাগ করার কারণ বুঝিয়ে বলতে পারেন।

* রাগে অহেতুক ভাংচুর না করে পুরনো খবরের কাগজ ছিড়ুন। কাগজ ছিড়লে রাগ কমে যায় একে বারেই। তাই কাঁচের জিনিস কিংবা নিজের ফোন টা না ভেঙ্গে অপ্রয়োজনীয় খবরের কাগজ ছিড়ে কুঁচিকুঁচি করুন। তাহলে রাগ ধুলোয় মিশে যাবে।

সূধী পাঠক! মানুষের স্বভাবের দশটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো এবং তা প্রতিকারের ব্যাপারেও আলোকপাত করা হলো। এর মাধ্যমে এতটুকুন যদি উপকার হয় তাহলে ধন্য হবো। আল্লাহ্ করুন, আমাদের প্রত্যেকের জীবন হতে যেন সব ধরনের ছোট-বড় দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা পরিশোধিত হয় এবং আমাদের জীবনে অনাবিল সুখ ও শান্তির বহির্প্রকাশ ঘটুক এ কামনা করি, আমীন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"মসজিদের সাথে কেমন হবে আমাদের সম্পর্ক।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৭ নভেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

ইসলামি শিক্ষা ও প্রকৃত মুসলমান

‘যার হাত এবং কথা থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলমান’

সিবগাতুর রহমান

সকল প্রকার ধারনা ও বাস্তবতার পরেও, মানুষ অন্যকে মূল্যায়ন করে তার আচরণের দ্বারা, তার বিশ্বাসের দ্বারা নয়। সুতরাং, কে মুসলিম আর কে নয় এটা বুঝার জন্য একজনের বিশ্বাসের সাথে সাথে তার আচরণেও এর প্রতিফলন থাকতে হবে। সাধারণভাবে বলা যায় একজন মুসলমান হল সে, যে ঘোষণা করে যে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বার্তাবাহক’। কিন্তু এটি হল ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রথম ধাপ।

এবার আসি একজন মুসলমানের মৌলিক বৈশিষ্টে। আমাদের নবী করিম (সা.) একজন মুসলমানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবেঃ ‘যার হাত এবং কথা থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ’। সহজভাবে বলা যায় একজন সত্যিকারের স্বাধীন মুসলমান কোন মুসলমান অথবা অ-মুসলমান কারও মৌখিক অথবা শারিরীক ভাবে ক্ষতি করতে পারে না।

কেউ যদি আন্তরিকভাবে ইসলামকে জানার চেষ্টা করে সে দেখবে যে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চুক্তি আছে। ইসলাম তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সামাজিক ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং এর অনুসারীরা ভিন্নমতের অনুসারীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করে তার উপর অনেক গুরুত্ব দেয়। বেশীরভাগ ইসলামি শিক্ষাই পরিবেশ, সমাজ, পিতা-মাতা, সন্তান, স্বামী বা স্ত্রী, দুঃখি ও দরিদ্রের প্রতি একজনের ব্যক্তিগত আচরণের বিষয়ে। আদর্শগতভাবে একজন মুসলমানকে সকল বিষয়েই অন্যের চেয়ে উত্তম হওয়া উচিৎ। আমাদের মহানবী (সা.) বলেছেন: ‘ধর্ম হল আপনি অন্যের সাথে কি আচরণ করবেন তার পথ’। কিন্তু ইসলামের এই অনিন্দ সুন্দর ও সহজ শিক্ষাকে আজকাল অনেক মুসলমান কেন অনুসরণ করছে না? গত কয়েক বছরে কিছু সংখ্যক মুসলিম ইসলামের নামে নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ও অপহরণের মত জঘন্য পৈশাচিকতা ও নৃশংসতা চালাতে চেষ্টা করছে। তাদের দাবী তারা ইসলামের মূল শিক্ষার অনুসারী।

কিন্তু বাস্তবতা হল তারা বাহ্যিকতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। তারা বিশেষ কিছু কাজের উদ্যেশ্যে নিয়োজিত যা ইসলামের মূল আদর্শের বিপরীত। তারা ইসলাম এবং এর অনুসারীদের সম্বন্ধে জনমনে একটি মন্দ বা নেতিবাচক ধারনার জন্ম দিচ্ছে। এর মাধ্যমে এরা কেবল অ-মুসলিমদেরকেই তাদের নিশানা করছে না বরং এদের গোড়ামি ও ভ্রান্তমতের অনুসরণ না করা সাধারণ মুসলিমদেরকেও তাদের নিশানা করছে। তারা এটা বুঝতে চায় না যে একজন ভাল মুসলমান হওয়া খুব সহজ। দুর্ভাগ্যবশত, এতে সমালোচকেরা চতুর্দিকে ইসলামকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে যেন নতুন প্রজন্ম ইসলামকে কেবল একটি প্রতিহিংসা পরায়ণ ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে।

মুসলিম বিশ্ব জুড়ে এই পারস্পরিক সংঘর্ষের বিষয়টি আমাদের হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। কেন আমরা এই নৃশংসতা ও পৈশাচিকতা থামাতে পারছি না? ইসলাম আমাদেরকে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সহঅবস্থানের শিক্ষা দিয়েছে। আমাদেরকে ভিন্ন মতাবলম্বিদের সঙ্গে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে শিক্ষা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এমনকি সামান্যতম মত পার্থক্যের জন্যও এক উম্মত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করতে প্রস্তুত নই বা করতে পারছি না। এটি ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা নয়।

পৃথিবীতে ইসলামি সাম্রাজ্যের আধিপত্যের যুগে মুসলিম পন্ডিতেরা ভিন্নমতাবলম্বি বিজ্ঞানী ও পন্ডিতদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে কোন সমস্যা বোধ করত না। সম্ভবত এ কারনেই বাগদাদ, দামেস্ক এবং কায়রোর মত শহর গুলোকে শিক্ষানগরী বলা হতো। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী মুসলিম শাসকের অধীনে অ-মুসলিমেরা ও নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল।

আমাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিম বিশ্বের বাইরেও মুসলমানেরা নিজেদের উপযোগী করে বসবাস করছে। সেখানে তারা সমাজের অংশ হিসাবে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রেখে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে। একজন মুসলমান অফিস, বাসস্থান, মসজিদ অথবা নিজের পছন্দ মতো যেকোন স্থানে ইবাদত করতে পারেন। রমজান মাসে একজন মুসলমান বিনা ব্যতিক্রমে রোযা পালন করতে পারেন এমনকি এ বিষয়ে কেউ জানতেও পারে না। এবং সে বিনাব্যতিক্রমে যাকাতও প্রদান করতে পারে।

বস্তুত ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা সামাজিক পরিব্যপ্তিতে একজনের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যের সকল স্থানে সর্বস্তরে সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে। এক্ষেত্রে সর্বত্র মুসলমানদের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু উগ্রপন্থী মুসলমান বিভিন্ন স্থানে ধর্মের নামে রক্তপাত ঘটাচ্ছে বা ঘটানোর চেষ্টা করছে যার সঙ্গে ইসলামের বিন্দু পরিমান সম্পর্ক নাই। এগুলো কোন কোন বিপথগামী ও উগ্রপন্থী ধর্মীয় সংঘটনের নেতার ভুল পরিচালনা, যারা বিশ্ব জুড়ে তাদের ভ্রান্তমত বল পূর্বক অন্যের উপর চাপাতে চায় এবং তা শুধু অ-মুসলমানদের উপরই নয় বরং মুসলমানদের ওপরও চাপানোর চেষ্টা করে।

আমাদের সকলের এসকল বিপথগামী ও উগ্রপন্থী যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে তাদের এসমস্ত অনৈসলামিক কর্মকান্ডের নিন্দা করা উচিৎ। আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলামের মূল অনুসারী হবার দাবীর আড়ালে তারা কেবল আমাদের সকলের প্রিয় পবিত্র ধর্ম ইসলামেরই ক্ষতি করছে। আমাদের সকলের উচিৎ সর্বত্র প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এদের হেদায়াতের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে বিনীত ভাবে দোয়া করা। আমাদেরকে এটিও মনে রাখতে হবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী একজন ভাল মুসলমান হিসাবে সবার আগে আমাদেরকে অবস্যই একজন ভাল মানুষ হতে হবে।

তথ্যঃ দি মুসলিম টাইমস

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

নবীনদের পাতা-

বাস্তব জীবনে আহাদনামার বাস্তবায়ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন ***"ওয়া আউফু বিল আহদি ইন্নাল আহ্‌দা কানা মাছ উলা"।*** (সূরা বনী ঈসরাইল: ৩৫) অর্থ 'আর তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরত্বারোপ করেছেন। আমরা যদি কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করি এবং তা যদি সঠিকভাবে পালন না করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের জিজ্ঞাসীত হতে হবে। তাই কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করার পর তা পালন না করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই চেষ্টা করবো অতি সংক্ষেপে উক্ত বিষয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে কিছু উপস্থাপন করার যাতে করে আমরা সবাই নিজ নিজ জীবনে আহাদনামার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারি। "আহাদ" মানে কি, আহাদ আরবী শব্দ এর অর্থ হলো অঙ্গীকার। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আতের মাধ্যমে বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আর সেই অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ করার মাধ্যমেই আমি নিজেকে সত্তিকারের আহমদী হিসেবে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপন করতে পারি। আমরা বয়আতের ১০টি শর্ত আমল করার অঙ্গীকারের পাশাপাশি খলীফাতুল মসীহগণের প্রদত্ব কিছু অঙ্গীকারের সাথে নিজেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে থাকি। যেমন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) প্রদত্ব যে আহাদনামা রয়েছে তা আমরা সবাই প্রায় সব সভার সূচনাতে পাঠ করে থাকি। আর এই অঙ্গীকার আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলকে স্বাক্ষী রেখে করি। তাই এ অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক।

আমরা লাজনা ইমাইল্লার সদস্যরা অঙ্গীকার করছি, 'আপনি মাযহাব আওর কওম কি খাতের' অর্থাৎ নিজ ধর্ম ও জাতি এবং দেশের স্বার্থে, 'আপনি জান মাল ওয়াক্ত আওর আওলাদ কে কুরবান করনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গী' অর্থাৎ

আমরা অঙ্গীকার করছি, আমাদের জীবন, সম্পদ, সময় এবং সন্তান-সন্ততিকে ধর্ম ও জাতির সেবায় সর্বদা নিয়োজিত করবো, কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোনটাই হয়তো আমরা সঠিক ভাবে পালন করছি না।

আমার জান, মাল, সময় ও সন্তান-সন্ততি কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবো। তারপর আরও অঙ্গীকার করছি, 'নিয সাচ্চায়ী পার হামেশা কায়েম রাহুঙ্গী আওর খিলাফতে আহমদীয়াকে কায়েম রাখনে কো হার কুরবানীকে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী' অর্থাৎ তদপুরি সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রত্যেক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থকাবো।

আমরা সবাই প্রতিনিয়ত এ অঙ্গীকার করছি ঠিকই, কিন্তু আমরা কি বাস্তবজীবনে তা পূর্ণ করি? আমাদের প্রত্যেককেই আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ, আমরা কতটুকু নিজ জীবনে আহাদনামার শর্তগুলোকে বাস্তবায়ীত করছি। আর এই অঙ্গীকারের সাথে আমাদের বাস্তব জীবনের কি কোন মিল আছে? দেখুন, আমরা অঙ্গীকার করছি, আমাদের জীবন, সম্পদ, সময় এবং সন্তান-সন্ততিকে ধর্ম ও জাতির সেবায় সর্বদা নিয়োজিত করবো, কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোনটাই আমরা সঠিক ভাবে পালন করছি না। সাধারণত দেখা যায় আমরা জাগতিকতাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি আর ধর্মের ব্যাপারে তেমনটি নয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা মু'মিনুনের ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, "আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান" এবং সূরা আল মায়েদার ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর"। উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলামে অঙ্গীকার রক্ষার গুরুত্ব কত ব্যাপক। আবার সূরা বাকারার ১৭৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে "তারাও পূণ্যবান যারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে"। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের কাছে আমাকে পূণ্যবতি হতে হলে অবশ্যই নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে হবে।

এছাড়া হাদীসে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীকে মুনাফেকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মুনাফেকের চিহ্ন তিনটি, প্রথমত যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, দ্বিতীয়ত যখন সে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে আর তৃতীয়ত হলো যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তার খেয়ানত করে' (বুখারী)।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাণী অনুযায়ী আমরা যদি আমাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ না করি তাহলে আল্লাহ্ পাকের কাছে আমরা মুনাফেক বলে চিহ্নিত হব। কারণ আমরা যা অঙ্গীকার করি তা পুরণ করছি না। আর যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে না তাদেরকে প্রকৃত আহমদী বলা যায় না যেভাবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যা বয়আত করবার সময় করেছিল তার কোন অংশ ভঙ্গ করে সে আমার জামা'তভুক্ত নয়' (কিশতিয়ে নূহ)। তাই বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করা যেমন গুরুত্ব বহণ করে তেমনি আহাদকৃত অঙ্গীকার যা আমরা আল্লাহ্ ও রসূলকে স্বাক্ষী রেখে করে থাকি তাকেও পূর্ণ করা আবশ্যই আর না হয় আমরা মুনাফেক বলে সাব্যস্থ হবো আর আহমদীয়া জামা'তের সদস্য বলেও আল্লাহর কাছে দাবী করতে পারবো না।

আমরা সাধারণত দেখি, জাগতিকতার আকর্ষণে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা অযথা সময় ঠিকই ব্যয় করতে পারছি, সন্তান-সন্ততিকে স্কুলে আনা নেয়ার সময় ঠিকই পাচ্ছি অথচ ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানে এক ঘন্টা সময় ব্যয় করা এবং সন্তানকে মসজিদে নিয়ে আসা আমরা জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনই অবস্থা যদি আমাদের হয় তাহলে কিভাবে আমরা অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন করছি? আমরা মুখে যা বলি তা যদি নিজ জীবনে বাস্তবায়ন না করি তাহলে আল্লাহ্র কাছে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যেভাবে সূরা সাফফ-এর ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন, কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহি আন তাকুলু মা লা তাফআলুন" অর্থাৎ 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা যা বল তা কর না'। এছাড়া গত ১৭ অক্টোবরের জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.) ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আমাদেরকে এই খুতবার ওপর আমল করে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে হবে।

তাই হে আমার প্রিয় বোনেরা! আসুন, আমরা সবাই নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করি আর আল্লাহ্ পাকের কাছে নিজেকে সত্তিকারের আহমদী হিসেবে প্রমাণিত করি। আমরা আমাদের আহাদনামাকে আমাদের জীবনে তখনই বাস্তবায়ন করতে পারবো যখন আমাদের হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের প্রত্যেকের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে এই আহাদনামা কেবল মাত্র কয়েকটি বাক্যসম্বলিত কথা মনে হবে। আর যখন আমরা তাকওয়াশীল হবো তখন এই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার জন্য আমি সর্বদা চেষ্টায় রত থাকবো।

আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে আমাকে এবং আমাদের সকলকে বাস্তব জীবনে আহাদনামার বাক্যাবলীর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার নাখালপাড়া হালকার উদ্যোগে 'মসজিদ বায়তুল হাদী'তে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ পালিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা। এতে এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেয়া হয়। যথা সময়ে সকলেই উৎসাহের সাথে আহমদীয়া মসজিদে উপস্থিত হোন। বাদ জুমআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শামস উদ দ্বীন ভূইয়ার সভাপতিত্বে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন জনাব ইমদাদুল ইসলাম। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার সেক্রেটারী তবলীগ জনাব আব্দুল হান্নান। এরপর উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব নাসির আহমদ। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ' 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনে রসূল প্রেম' এবং 'মানবতা প্রতিষ্ঠাকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মুরব্বী সিলসিলাহ, জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন এবং আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। অনুষ্ঠান চলাকালে ঢাকা জামা'তের আমীর জনাব আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবও যোগদান করেন এবং নসীহত মূলক বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা পর্ব শেষে প্রশ্নোত্তর সভা হয়। প্রশ্নোত্তর সভায় আগত মেহমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। যথাযথ উত্তর পাওয়ায় শেষে আগত মেহমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে তাদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা দূর হয়েছে বলে স্বীকার করেন। আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা উপলব্দি করে একজন বয়আত গ্রহণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি হয়। উক্ত জলসায় ৩০জন মেহমানসহ মোট ১৩০জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার মাদারটেক হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৯/০৯/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার অনুমতিক্রমে সীরাতুন নবী (সা.)-জলসার কার্যক্রম দোয়ার মাধ্যমে মসজিদুল হুদা মাদার টেক হালকায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তুহিন আহমদ এবং উর্দু নযম পরিবেশন করেন তাহমীদুর রশিদ মহিম।

এরপর মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর পর্যাক্রমে বক্তৃতা করেন মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব এস এম আনসার উদ্দিন, মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বী সিলসিলাহ, জনাব সারোয়ার আলমগীর, জনাব কুদরুতুর রহমান ভূইয়া, মওলানা মামুনুর রশিদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান, নায়েব আমীর, ঢাকা। অত:পর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোস্তাক আহমদ।

সবশেষে ঢাকা জামা'তের আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলীর নসিয়ত মূলক বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে এই মহতী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত জলসায় ৮ জন মেহমানসহ মোট ১০৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, আনসার উদ্দিন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ২০তম বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন

গত ২২, ২৩ আগষ্ট ২০১৪ রোজ শুক্র ও শনিবার দু'দিনব্যাপী ঢাকার ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন আমাতুল কাইয়ুম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। ইজতেমায় সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা তবশীর রুবী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। ইজতেমায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২২ আগষ্ট বাদ জুমুআ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আয়শা মাসুদ শশী। কুরআন তেলাওয়াতের পর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন জনাব তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা। আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। উর্দু নযম শুনান কানেতা হাসিন প্রিয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। "খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর তাহরীকসমূহ" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন আমাতুল কাইয়ুম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। "এই যুগের প্রেক্ষাপটে পর্দা" এ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন উজমা চৌধুরী, চেয়ার পার্সন, ইজতেমা কমিটি। এরপর লাজনা নাসেরাত এর খেলা ধূলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ৩৮১ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশ ঃ ২৩ আগষ্ট ২০১৪ সকাল ১০ টায়, কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তানজিম আক্তার। "সহজ সরল জীবন যাপন ও জামা'তের জন্য কুরবানী" এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন সুলতানা নুসরাত জাহান, সেক্রেটারী তরবিয়ত, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। নযম পাঠ করে শুনান খাদিজা রহমান অনন্যা। এরপর বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। বক্তৃতা পর্বে "সুখী দাম্পত্য জীবন ও সন্তানের তরবীয়ত" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন খুরশিদ জাহান শর্মি, সেক্রেটারী তরবিয়ত, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। "মসজিদের আদব ও আমাদের কর্তব্য" এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন সালিহা আহমদ মীম।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় ২৩ আগষ্ট বিকাল ৩ টায়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারজানা শহীদ শিলা। বাংলা নযম দলীয়ভাবে পরিবেশন করা হয়। এরপর কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শেষে সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিনে ২৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা

খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৮ ও ১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ রোজ বৃহস্প্রতি ও শুক্রবার ২ দিন ব্যাপী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরের ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। ১৮ সেপ্টেম্বর বাদ আসর কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মনিরুল ইসলাম স্বপন, নায়েব সদর-১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ। এতে কুরআন পাঠ করেন জনাব মুনাদিল শাফাত ও নযম পাঠ করেন জনাব ইসহাক আহমদ ফরাজ, প্রধান অতিথির ভাষণ দেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জনাব তানভীর আহমদ তসলিম, এছাড়া নসিয়ত মূলক বক্তব্য দেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরিক্ষা, বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, পয়গামে রেসানী ও খেলাধুলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব ইমতিয়াজ আলী, মোহতামীম তবলীগ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরম আমীর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান। কুরআন পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আসাদুর রহমান অন্তর ও নযম পাঠ করেন জনাব খালিদ বিন মাসুদ। নসিয়ত মূলক বক্তব্য দেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। কৃতজ্ঞা ও রিপোর্ট পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার হাসান, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুর। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ইজতেমায় প্রায় ৬৫ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়ার মাধ্যমে ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা শেষ হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

রঘুনাথপুরে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৯/২০১৪ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রঘুনাথপুর (বাগ) এর উদ্যোগে জনাব আতিয়ার রহমান, প্রেসিডেন্ট-এর নিজ বাড়িতে এবং তার সভাপতিত্বে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সোহেল আহমদ। 'একজন আদর্শ আহমদীর দায়িত্ব' এর ওপর বক্তৃতা করেন জনাব জাহিদ হাসান, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ)। 'মহানবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ)। 'আমি কেন আহমদী হলাম' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আতিয়ার রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ)। এরপর উপস্থিত জেরে তবলীগদের আগ্রহের কারণে প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয় এতে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নে উত্তর দেওয়া হয়। সবশেষে দোয়া এবং রাতের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে তরবিয়তী সভার সমাপ্তি হয়। এতে ২৭ জন আহমদী, ১০ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরে ৭ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৮/২০১৪ কেন্দ্রের অনুমোদনক্রমে লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরে ৭ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা পালন করা হয়। ইজতেমার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সালমা জাকির। নযম পরিবেশন করেন ঐশী ও মুন। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জাহানারা আহমদ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, শ্যামপুর। শুভেচ্ছা ভাষণ দেন ইজতেমার চেয়ারম্যান মামূরা হোসেন। উক্ত ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম (উর্দু) আরবী কাসিদা, লিখিত পরীক্ষা ও বক্তৃতা সহ কুইজ এর প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। এতে লাজনা নাসেরাত সকলে অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জামা'তের সদস্যা আনোয়ারা সিকদার, জোৎস্না বশির ও স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট।

সমাপ্তি অধিবেশনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শেষে স্থানীয় জামা'তের বুযুর্গ ব্যক্তি জনাব খলিলুর রহমান সাহেব নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। উক্ত ইজতেমায় ৬৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

লুৎফা আহমদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশ এর বেনারে বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়

হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে কলেজের অধ্যক্ষ-কে স্মৃতি স্মারক ক্রেষ্ট উপহার দেয়া হচ্ছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশ এর বেনারে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মজলিসের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র টি এ রোড এ অবস্থিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম বেসরকারি কলেজ "ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিটি মডেল কলেজ"-এ বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচী পালিত হয়। উক্ত দিন সকাল ৯ টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া খোদ্দাম অফিসে মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম সাহেবের দোয়া পরিচালনার পর এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ-এর পরিচালনায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এডিশনাল মোহতামীম তরবিয়ত, সাংবাদিক আরশাদুল ইসলামসহ ১২ সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক টিম কলেজ-এ পৌঁছে। এরপর প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল এর উপস্থিতিতে সকাল ১০ টায় কলেজ মাঠে বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। বিনামূল্যে মানব সেবার এই কর্মসূচীতে সকলে অভিভূত হন। এসময় কলেজের শিক্ষার্থীগণ উৎসাহের সাথে নিজেদের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করে ও এই সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষার সময় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালসহ একাধিক শিক্ষক স্পটে উপস্থিত থেকে টিমকে সহযোগিতা করেন। বেলা ১২.১৫ মিনিট-এ ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা শেষে কলেজের অধ্যক্ষ সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এই সংস্থার সকল মানব সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর অধ্যক্ষ টিম সদস্যদের সাথে সম্মিলিত ছবি নেন এবং নিজ অফিসে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। টিমের পক্ষ থেকে কায়েদ সাহেব হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে কলেজের অধ্যক্ষ-কে সংস্থার গেঞ্জি ও স্মৃতি স্মারক ক্রেষ্ট উপহার দেন। এরূপ উদার মানসিকতার এবং নিঃস্বার্থ এমন সেবামূলক কর্মকান্ডের প্রশংসায় কর্মসূচীর পর দিন (২৬/৯/১৪) স্থানীয় ৭টি দৈনিক পত্রিকায় ছবিসহ খবর প্রকাশ করে। পত্রিকাসমূহ হলো দৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দৈনিক ইস্টার্ন মিডিয়া, দৈনিক আজকের হালচাল, দৈনিক তিতাস কণ্ঠ, দৈনিক একুশে আলো, দৈনিক সরোদ এবং সমতট বার্তা।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

ঈদুল আযহা উপলক্ষে মিরপুর জামা'তের প্রবীণ ও অসুস্থ আহমদীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

প্রাক্তন নায়েম-এ-আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেবের সাথে মিরপুর জামা'তের নায়েব আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ গোলামকাদের ও অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।

প্রবীণ আহমদী জনাব আতাউর রহমান সাহেবের সাথে মিরপুর জামা'তের নায়েব আমীর-২ এবং অন্যান্যরা।

ঈদুল আযহা উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এর আওতাধীন যে সকল ভ্রাতা বার্ধক্য জনিত কারনে বর্তমানে চলাফেরায় অক্ষম এবং জামা'তের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করতে অপারগ এবং যারা অসুস্থ এমন ভ্রাতাদেও সাথে ঈদেও শুভেচ্ছো বিনিময় করা হয়।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফলমুল নিয়ে যাওয়া হয়। এতে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, জনাব সাদেক দূর্গ্রামপুরী, জনাব আতাউর রহমান, জনাব আব্দুর রহমান ভূইয়া ও আরো অনেক। অতীতে তাদের জামাতী কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণ করা হয়। সকলেই জামা'তের এই উদ্যোগকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের উচ্ছাস প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে অগ্নি দূর্ঘটনায় আহত একজন ভ্রাতাও ছিলেন, তার আশু আরোগ্যের জন্য এবং অন্যান্য ভ্রাতার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ূও জন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়ার আরজ করছি।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

mta INTERNATIONAL বিজ্ঞপ্তী

এমটিএ-এর 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' সংবাদ প্রচারে করণীয়

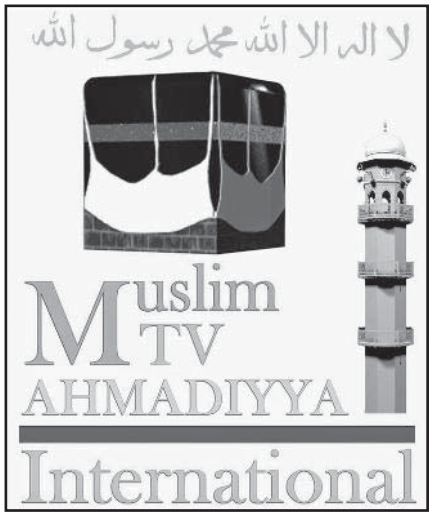

জেনে আনন্দিত হবেন যে, নিয়মিতভাবে তিনটি ভাষায় এমটিএ-তে 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ' প্রচার হচ্ছে যা প্রতি শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় প্রচারিত হয় এবং পুন:প্রচার করা হয় একই সময় সোমবার।

এমটিএ 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' স্থানীয় জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১। যে সংবাদটি প্রচার করতে চান তা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে পাঠাতে হবে।

২। যে সংবাদটি পাঠাচ্ছেন তার ছবি অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং যত বেশি ছবি পাঠানো সম্ভব দিবেন।

৩। অনেক দিনের পুরনো সংবাদ না পাঠানোই ভালো।

৪। ই-মেইলে সংবাদ পাঠালেই ভালো, তবে ছবি অবশ্যই ই-মেইলে পাঠাবেন।

সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা-
পাক্ষিক আহমদী
(আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ বিভাগ)
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল-০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইলঃ masumon83@yahoo.com

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ-২০১৪ পালিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালিত হয়।

এ বৎসর উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে ঘূর্ণিঝড় হয় সেই এলাকাসমূহের মধ্যে জারুইলতলা, দুবলা, ভাতশালা ও কোড্ডায় বৃক্ষরোপণ করা হয়।

এ ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের নিজস্ব কবরস্থানে বৃক্ষরোপণ এবং বাংলাদেশ জামা'ত শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ প্রাঙ্গনে রোপনের জন্য বৃক্ষ প্রদান করা হয়। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বৃক্ষরোপণের সময় কায়েদ সাহেবসহ স্বেচ্ছাসেবক টীম সেখানে কাজ করেন।

এ সময় উক্ত এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মাজহারুল হক, ডেপুটি কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান ভূইয়াসহ এলাকার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা, ঘূর্ণিঝড় অনুষ্ঠিত হওয়ার এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আহমদীয়া সম্প্রদায়ের যুব সংগঠনের উক্ত জনকল্যাণমূলক সেবার ভূয়সী প্রশংসা ও সার্বিক সহযোগিতা করেন।

এ বৎসর বৃক্ষরোপণ সপ্তাহে মজলিসী অর্থায়নে ১২০টি ও ব্যক্তি অর্থায়নে ৫০টি সহ মোট ১৭০টি ফলদ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ করা হয়।

নাযেম ওয়াকারে আমল

শুভ বিবাহ

* গত ১৯/০৬/২০১৪ তারিখ বিথী আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ তাইজ উদ্দিন আহমদ, শালশিড়ী, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ ওয়াদুদ মীর, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ মীর, শালশিড়ীর বিবাহ ১,০১০০০/- (একলক্ষ এক হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৩/১৪

* গত ০১/০৮/২০১৪ তারিখ আমাতুল হাফিজ, পিতা-মরহুম অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন আহমদ, ঠনঠনিয়া নতুন পাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়ার সাথে মওলানা তারেক আহমদ পাটোয়ারী, পিতা-মৌ. মাহমুদ আহমদ শরীফ, জগদল, বিরল, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,৫১০০০/- (একলক্ষ একান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৪/১৪

* গত ২০/০৬/২০১৪ তারিখ আমাতুল নাসিরা, পিতা- মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, রংপুর সদর, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ সেলিম আল দ্বীন, পিতা- মরহুম লোকমান হোসেন মন্ডল, খয়ের হাট, বাঘা, রাজশাহীর বিবাহ ২,০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৫/১৪

* গত ১১/০৪/২০১৪ তারিখ গোলাপী আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, উত্তর বটিনা, ঠাকুরগাঁও-এর সাথে রবিউল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ ইব্রাহীম মিয়া, শালশিড়ী, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৭৫০০০/– (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৬/১৪

* গত ২৮/০৮/২০১৪ তারিখ রাজিয়া সুলতানা, পিতা- আহমেদুর রহমান, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মনসুর এলাহী বাবু, পিতা- মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, ৩১০ কাজী পাড়ার বিবাহ ৩,০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৭/১৪

* গত ২৯/০৮/২০১৪ তারিখ আইভি রহমান, পিতা-মন্তাজ আহমদ, ১২৭ দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা-১২১৭-এর সাথে মোহাম্মদ সেলিম হাওলাদার, পিতা- আব্দুল মান্নান হাওলাদার, পূর্ব কাউনিয়ার বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৮/১৪

* গত ১২/০১/২০১৪ তারিখ লাভলী আক্তার ছালমা, পিতা- মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী, কনেস তলা, কুমিল্লার সাথে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, পিতা-মৃত-আব্দুল করীম, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,১০,০০০/– (একলক্ষ দশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২০৯/১৪

* গত ১৯/০৯/২০১৪ তারিখ ফারহানা আক্তার লিজা, পিতা-মৃত-আখতারুজ্জামান, আকুয়া, জামাল ভিলা, ময়মনসিংহ-এর সাথে শাহিনুর রহমান, পিতা-মৃত-মন্তাজ আলী, সুজানগর, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহীর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১০/১৪

* গত ২০/০৯/২০১৪ তারিখ মাকসুদা খাতুন, পিতা-মৃত-এস, এম, রজব আলী, শাকতোলা, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ-এর সাথে কাজী আলমগীর, পিতা-সাব্বির আলমগীর, সেকশন ১০, ব্লক এ, রোড ৪, বাড়ী ১৫/১, মিরপুর, ঢাকার বিবাহ ২,০০,০০০/– (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১১/১৪

* গত ১২/০৯/২০১৪ তারিখ আমানাতুর সাদিকা, পিতা- শাহ হেলাল উদ্দিন, ১২০ মুগদা, ঢাকার সাথে আহমদ তাইয়্যেব, পিতা-মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, ২৮/৬ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকার বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১২/১৪

* গত ২৭/০৯/২০১৪ তারিখ সাবিকুন্নাহার নিশো, পিতা-মোহাম্মদ আয়ুব, শ্রীরামপুর, রায়পুরা, নরসিংদীর সাথে বেনজীর আহমদ, পিতা-আলাউদ্দিন লস্কর, সোনাইকুন্ডি, আল্লার দরগা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়ার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১৩/১৪

* গত ২৮/০৯/২০১৪ তারিখ আমেনা তাইয়্যেবা, পিতা-মোহাম্মদ আমিনুল করীম, ১৫৪, শান্তিনগর, সি-৯, ৬ মিনো, ঢাকার সাথে মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, গ্রাম-দরবারপুর, মুনীর হাট, ফুলগাজী, ফেনীর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাঁচলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১৪/১৪

* গত ১১/০৮/২০১৪ তারিখ নাজমা বেগম, পিতা-মৃত-মহন মিয়া, কান্দীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ রাজন মিয়া, পিতা-মৃত-জালাল উদ্দিন আহমদ, ভাদুগর পূর্বপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১৫/১৪

* গত ০৩/১০/২০১৪ তারিখ ইসরাত সুলতানা ইভা, পিতা-মৃত-এখলাছুর রহমান লস্কর, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে এস, এম, আরমান, পিতা-এস, এম, হাবিবুল্লাহ্, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১৬/১৪

* গত ১০/১০/২০১৪ তারিখ পারভীন আক্তার, পিতা-তসদিক আহমদ ভূইয়া, ৩৭৩/১/বি উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর, ঢাকার সাথে মওলানা রশিদ আহমদ, পিতা-মৃত-মৌ. আহসান উল্লাহ্ পাটোয়ারী, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,১০,০০০/- (একলক্ষ দশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১২১৭/১৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর-২০১৪) আয়ারল্যান্ডে নবনির্মিত প্রথম আহমদীয়া মসজিদ "মরিয়ম মসজিদে" জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

সূরা তাওবার ১৮ নাম্বার আয়াত উদ্ধৃত করে হুযূর বলেন, 'আল্লাহ্‌তে এবং শেষ দিবসে যে ঈমান আনে এবং যে নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, নিশ্চয় সে-ই আল্লাহ্‌র মসজিদ সংরক্ষণের যোগ্য। অতএব আশা করা যায় এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।'

আজ আয়ারল্যান্ডে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধন করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে ৫লক্ষ ১৫ হাজার ইউরো দিয়ে এখানে প্রায় পৌনে এক একর জমি ক্রয় করা হয়েছিল। ২০১০ সালে এখানে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছিল। ১১ লক্ষ ইউরো ব্যয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, প্রায় ২০০ মুসল্লী এখানে একত্রে নামায পড়তে পারবেন। খুব সুন্দর বিল্ডিং এবং উঁচু মিনারের এই মসজিদটি এলাকার লোকদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এরপর হুযূর মসজিদ নির্মাণের পর জামা'তের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আমাদের এই মসজিদ হতে প্রতিদিন পাঁচবেলা এক খোদার ইবাদতের জন্য লোকদের ডাকা হবে। মানুষ খোদার একত্ববাদের ধ্বনি উচ্চকিত করার জন্য এই মসজিদে সমবেত হবে। মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান। এলাকাবাসীকে জানানো যে, এখানে যারা আসে তারা কোনরূপ ফিতানা-ফ্যাসাদ নয় বরং একমাত্র খোদার ইবাদত এবং তাঁর সৃষ্টির মঙ্গল কামনায় এখানে সমবেত হয়। আজ বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম সম্পর্কে এক প্রকার ভীতি বিরাজমান, কিন্তু আহমদীদের ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা সত্যিকার মসীহ্‌র অনুসারী, আমাদের দ্বারা কারো কোনো ক্ষতির বা ভয়ের আশংকা নেই। আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ নয় বরং প্রেম-প্রীতি, শান্তি-সৌহার্দ্য আর ভালবাসার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। আমাদের শ্লোগানই হচ্ছে, "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে" আমাদের মসজিদ একথার নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আমরা খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সচেষ্ট। আমরা স্বদেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত। মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল ধর্মের সম্মান রক্ষা করাকে আমরা নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করি। আমরা সকল ধর্মের উপাসনালয়ের সম্মান রক্ষা এবং এর নিরাপত্তা বিধানে সেভাবেই সচেষ্ট যেভাবে এই মসজিদের সম্মান রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বধ্যপরিকর।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও একস্থলে জামা'তের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেছেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা যেখানেই মসজিদ নির্মাণ করো না কেন এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। এরফলে ইসলামের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়বে আর তোমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

হুযূর (আই.) বলেন, এই মসজিদ নির্মাণের ফলে আপনাদের প্রতি পুরো দেশবাসী বরং প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এই মসজিদ পরিদর্শনে আসবে। আজ অপরাহ্নে যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আছে তাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ আসবেন, তাদের মাধ্যমে গোটা দেশেই এই মসজিদের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই আমরা যদি আদর্শবান এবং অনন্য গুণাবলীর অধিকারী না হই তাহলে আমাদের দূর্বলতার কারণে জামা'তের বদনাম হবে।

হুযূর বলেন, এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীকে আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। মনে রাখবেন, এখন আপনি আর কোনো সাধারণ মানুষ নন বরং আহমদীয়া জামা'তের একজন প্রতিনিধি। যুগ মসীহ্‌র দায়িত্বান দূত। আপনার আচার-আচরণ, ওঠা-বসা সবই মানুষ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। মনে রাখবেন, এ যুগে যারা ইসলামের নামে অপকর্ম করে মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাকে কলুষিত করেছে, এই কালিমা দূর করার জন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, আমাদের কথা ও কাজের ভেতর সমন্বয় সাধন করতে হবে। প্রতিদিন পাঁচবেলা মসজিদে এসে নামায পড়তে হবে। মসজিদ আবাদ রাখতে হবে। তাহলে আমাদের দেখে মানুষ খোদার সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আমাদের উন্নত আচার-ব্যবহার নীরব তবরীগের ভূমিকা পালন করবে।

হুযূর একজন সাংসদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি আমাকে বলেছেন, "আমি দোয়া করি আমার শহরেও যেন আপনারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন, কেননা আমার এলাকায় আপনাদের মত আদর্শবান ও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের বড়ই প্রয়োজন। আপনারা মানবীয় মূল্যবোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর। আমি চাই আমার শহরেও এই শিক্ষার প্রসার হোক।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রত্যেক আহমদীকে দায়িত্ব বোধের চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হবে তাহলে আমাদের জন্য তবলীগের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দিন। তিনি আমাদের সবাইকে সত্যিকার মু'মিন বানান এবং আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দিন, আমীন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩ অক্টোবর, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর (আই.) বলেন, ইসলামী শিক্ষার মূল দিক হচ্ছে দু'টি। প্রথমতঃ খোদার ইবাদত, যা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ও ভালবাসার মাধ্যমে আদায় করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান, আর এটি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের সেবা করার মাধমে প্রদান করা যায়। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পবিত্র জীবন আদর্শের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন যে, কীভাবে খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হয়। তিনি ছিলেন, বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু আজ বিভিন্ন মুসলমান দলের অপকর্মের ফলে বিশ্বে ইসলাম বলতে মানুষ সন্ত্রাসবাদ, কট্টরতা এবং অন্যের অধিকার হরণকে বুঝে। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে এক প্রকার ভীতি বিরাজ করছে।

মহানবী (সা.), তাঁর খলীফাগণ ও পবিত্র সাহাবীরা যে ইসলাম পালন করতেন আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আজ একমাত্র আহমদীয়া জামা'তই সেই শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনারা জানেন, গত শুক্রবার আয়ারল্যান্ডের গলওয়ে শহরে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে আর এ উপলক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় একটি সংবর্ধনারও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রায় শতাধিক নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে বরাবরের মত এদিনও তাদের সম্মুখে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরার সুযোগ ঘটে। উপস্থিত সবাই ইসলামের এরূপ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শিক্ষামালার কথা জেনে অবাক হয়েছেন।

এছাড়া আয়ারল্যান্ডের সংসদ ভবন পরিদর্শন এবং স্পীকার সহ ২০ জন সাংসদের সঙ্গে আলোচনা এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

আইরিশদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো কথা পছন্দ হলে অবলীলায় তা স্বীকার করে আর পছন্দ না হলে নীরব থাকে।

আমার এই বক্তৃতা তাদের ওপর গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যা তাদের অভিব্যক্তিতে সুস্পষ্ট।

এরপর হুযূর সংক্ষেপে কয়েকজনের অভিব্যক্তি বর্ণনা করেন। এতে তারা বলেছেন, আজ আহমদী খলীফার বক্তব্য শুনে আমাদের চোখ খুলে গেছে। আপনার বাণী অনেক সমৃদ্ধ। আপনার বক্তৃতা আমাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে। জিহাদের ব্যাখ্যা সত্যিই আকর্ষণীয়। আজ মানবীয় মূল্যবোধ ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার ইসলাম দেখলাম। এই ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা প্রদান করে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতের লোকদের একস্থানে সমবেত হতে দেখা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আপনাদের এই অনুষ্ঠান মানুষকে বড়মনা হওয়ার শিক্ষা দেয়। ভালবাসার বাণী যে কত শক্তিশালী তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আজ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভীত-ত্রস্ত হলেও আপনাদের অনুষ্ঠান শান্তি ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মনে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল আজ তা দূর হয়েছে।

আমাদের দেশ ও সমাজে এই ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রয়োজন রয়েছে। মসজিদের নাম মরিয়ম রেখে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মরিয়ম (আ.)-কে আপনারা কতটা সম্মান করেন। আমরা এই মসজিদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকবো। আমাদের দেশ ও সমাজে আহমদীয়া জামাতকে স্বাগত। আপনাদের এই শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বময় প্রচার লাভ করুক আমরা এ কামনাই করি।

হুযূর বলেন, মানুষের এই অভিব্যক্তি এবং আমাদের সম্বন্ধে মূল্যায়ন এগুলো শুনে শুধু আনন্দিত হলেই চলবে না বরং আমাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।

হুযূর বলেন, মসজিদ উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দেশের জাতীয় টিভি ও রেডিও চ্যানেলে আমার সাক্ষাতকার প্রচারিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে আর এর মাধ্যমে দেশের প্রান্তে প্রান্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের পরিচিতি এবং শান্তিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার বার্তা পৌছে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) একজন শহীদের স্মৃতিচারণ করেন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর মীরপুর খাস জামা'তের নিষ্ঠাবান সেবক এবং মানবদরদী ডাক্তার মোকাররম মোবাশ্বের আহমদ খোসা সাহেবকে নিজ ক্লিনিকে কর্তব্যরত অবস্থায় দুবৃত্তরা গুলী করে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। হুযূর মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, খোদার সত্যিকার বান্দা এবং তাঁর যথাযথভাবে ইবাদতকারীই প্রকৃত মু'মিন। মু'মিনের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে খোদার ইবাদতের পাশাপাশি উন্নত নৈতক গুণাবলী অর্জনের প্রতিও আকর্ষণ থাকে। তারা মানবসেবার চেতনায় সমৃদ্ধ থাকে। বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে, মু'মিনের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। যেমনটি আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, তারা বিনয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করে।

কেউ মু'মিন হবার দাবী করার পর মন্দকর্ম করবে এমনটি হতেই পারে না। মু'মিন সর্বদা খোদার ইবাদতের জন্য ব্যাকুল থাকে। যারা বলে, সবসময় নামায পড়া সম্ভব না তাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ মানুষের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না। আল্লাহ্ মু'মিনকে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধেও দিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেকের শক্তি-সামর্থ যেহেতু ভিন্ন তাই আল্লাহ্ বলেছেন, দাঁড়িয়ে না পারলে বসে নামায পড়, আর অসুস্থতার কারণে বসে পড়তে না পারলে শুয়ে পড়, কোন কারণে অযু করতে না পারলে তাইমুম করে নামায পড়। কাপড় পরিস্কার না করতে পারলে অপরিস্কার কাপড়েই নামায পড় কিন্তু যে কোন মূল্যে নামায তোমাকে পড়তেই হবে। মোটকথা, ইসলামী শিক্ষা পালন করা সবার জন্য সহজসাধ্য, কেননা এতে সময় ও সুযোগ অনুসারে ইবাদত করার অবকাশ রয়েছে।

বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে, মু'মিনের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। যেমনটি আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, তারা বিনয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করে।

এরপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উন্নত নৈতিক গুণাবলী অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে মিথ্যা বলার বদভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। রাগ ও ক্রোধ দমন করতে হবে। এর পরিবর্তে সদা সত্য বলা এবং নম্র ও কোমল স্বভাব রপ্ত করতে হবে।

আহমদীদের ও অন্যদের মাঝে যদি উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নাই তাকে তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে আমাদের কী লাভ হয়েছে।

উত্তেজনার বশে কাউকে যদি কষ্ট দিয়েও ফেল তাহলে অনুশোচনা বোধ থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের সাময়ীক পাপ ক্ষমা করে দিবেন। মনে রাখবে, ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কান্ডজ্ঞান লোপ পাবার কারণে সে উম্মাদ হয়ে যায় আর যে উম্মাদ তার কাছ থেকে প্রজ্ঞা বা কল্যাণ কামনা করা যেতে পারে না। রাগ ও কুধারণা পরিহার করা আবশ্যক, নতুবা সে সমাজ ও সংসারে উম্মাদ বলে পরিচিত হবে। সুপুরুষের উচিত স্থান-কাল ভেদে কথা বলা এবং নিজ শক্তি ও বৃত্তিকে যথাস্থানে কাজে লাগানো। খোদা ধৈর্যশীলদের প্রজ্ঞা দান করেন। তাদের মুখ থেকে তত্বজ্ঞানের কথা নির্গত হয়। তাদের মুখ নিঃসৃতি কথা মানুষের ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

আমাদের জামা'তের অধিকাংশ মানুষের এমন হওয়া উচিত নতুবা অন্যদের ও আমাদের মাঝে কোন স্বতন্ত্র পার্থক্য থাকবে না।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ রাখা হয়েছে কেন, কারণ ঈসা (আ.) যুগের চাহিদা অনুসারে নম্রতা, কোমলতা, দয়া ও প্রেম-প্রীতির শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা মুহাম্মদী মসীহ্‌র অনুসারী, আমাদেরও উচিত এসব শিক্ষা অবলম্বন করা। আমাদের আচার-ব্যবহার অনেক উন্নত হওয়া উচিত। অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক। দয়া, কোমলতা, সহনশীলতা ও পরোপকারের বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে পরিদৃষ্ট হলে পরেই আমাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়বে। অন্যদের চেয়ে আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মানুষকে আমাদের কথা শুনতে বাধ্য করবে। খোদার নৈকট্য লাভ ও কৃপাভাজন হওয়ার জন্য সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর মত বিনয় অবলম্বন করার মন-মানসিকতা থাক চাই।

এরপর ক্ষমা ও মার্জনার গুণ অবলম্বন আবশ্যক। তাহলে আমাদের মধ্য হতে সকল প্রকার সামাজিক, পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহ দূর হবে। অনেক ঝগরা-বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে, আমিত্ব এবং অহংকার। এগুলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আমিত্বের কারণে মানুষকে পরীক্ষায় পড়তে হয়, আর যখন তার বোধদয় ঘটে ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে যায়। তাই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য, নিজের সম্মান, মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। মানবীয় দুর্বলতার কারণে সাময়ীক কোন ভুল হয়ে গেছে তা বুঝতে পারা মাত্র অনুশোচনা করুন, ক্ষমা চান যাতে পরিণাম শুভ হয়।

মু'মিন সর্বদা পরিনামের কথা মাথায় রেখে কাজ করে। সাময়ীক উত্তেজনা বা প্রবৃত্তির তাড়ণায় সে পথ হারা হয় না। আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের তৌফিক দিন যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের কাছে রেখেছেন।

যুক্তরাজ্যে ঈদুল আযহা উদযাপন

ত্যাগের মহিমায় সমৃদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করার এটিই সর্বোত্তম সময়।

ঈদুল আযহা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ্‌র জন্য মুসলমানদের মহান ত্যাগ ও বিসর্জনের কথা। সাড়া বিশ্বের মুসলমানগণ পবিত্র এই দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সেই সুমহান ত্যাগকে, তিনি কীভাবে আল্লাহ্‌র নিকট নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ ছিলেন।

গত ৬ই অক্টোবর রোজ সোমবার, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের সদস্যরা, ঈদুল আযহার নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সমবেত হয়।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ইউরোপের সর্ববৃহৎ এই মসজিদে ঈদুল আযহার খুতবা প্রদান করেন, ঈদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে এ সময় জামা'তের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় ১৩ হাজার মুসল্লী সমবেত হন।

মসজিদ কমপ্লেক্স এর সকল স্থান নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় প্রায় ২ হাজার নামাযী বাহিরের তাবুতে নামায আদায় করেন।

ঈদে নামাযীদের সুবিধার্থে, কমপ্লেক্স এর পাশের খেলার মাঠে গাড়ী পার্কিং এর সুব্যবস্থা করা হয়। ঈদের নামাযের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর খুতবায় আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানী বা ত্যাগের প্রকৃত অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান মনে করে, পশু কুরবানী ও কাবা শরীফ তওয়াফ করলেই তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। হুযূর বলেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই ত্যাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন, আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের শিক্ষা দেয়। হুযূর ত্যাগের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন, কীভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

খুতবার শেষ পর্যায় হুযূর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া মতবাদে বিশ্বাসের কারণে যারা নিপীড়িত, নির্যাতিত ও নিগৃহিত তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখার জন্য আহবান জানান। সেই সাথে আহমদীয়া জামা'ত যে শান্তির পতাকা বহন করে এর সফলতার জন্যও দোয়ার অনুরোধ করেন।

সম্মিলিত দোয়ার পর মুসল্লীগণ পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে রয়েল এডিলেড শোতে বইয়ের স্টল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাউথ অস্ট্রেলিয়া এই বছরের রয়েল এডিলেড শোতে একটি বইয়ের স্টল খোলার সুযোগ লাভ করে। রয়েল এডিলেড সোসাইটি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কৃষি ও সবজি উৎপাদনের ১৭৫ বছর উদযাপন করা হয় এবং এর ২৩৯তম বর্ণাঢ্য শো প্রদর্শিত হয়, যা বিশ্ব রেকর্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই শো'তে খামারের গবাদি পশু, বিজ্ঞান মেলা, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বয়স্কদের খাদ্যসামগ্রী এবং বিভিন্ন ধরনের স্টল ছিলো দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এতে মোট উপস্থিতি ছিল প্রায় ৫,৭০,০০০ মানুষ, এটি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব বলে আখ্যা লাভ করে। এই আয়োজনটি অন্যান্য অঙ্গরাজ্য এবং বিদেশী পর্যটকদেরও সমানভাবে আকৃষ্ট করে। জামা'তের স্টলটি ৫ হতে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত খোলা ছিলো। জামা'তে আহমদীয়া ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে বইয়ের স্টল এবং কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করে ঠিকই কিন্তু এই ধরনের একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে স্টল দেয়ার সুযোগ সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামা'তের জন্য এক অনন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রেসিডেন্ট, জনাব আবদুল কাদির খান বলেন, আলহামদুল্লিাহ্, স্বদেশের বহু মানুষের কাছে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার বার্তা পৌঁছে দেয়ার এটি একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিল। মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রকৃত শান্তির-বার্তা দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার সামর্থ দিন। জামা'তের বিভিন্ন মূল্যবান বই-পুস্তক দিয়ে স্টলটি সাজানো হয়েছিলো। বিভিন্ন ভাষার অনুদিত পবিত্র কুরআনও প্রদর্শিত হয়েছিলো।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদের প্রতি দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এতগুলো ভাষায় অনুদিত কুরআন প্রদর্শনী দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

এছাড়া জামা'তের পরিচিতিমূলক প্রামান্যচিত্র এবং অনবদ্য উপস্থাপনা স্টলের প্রতি দর্শনার্থীদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে।

সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগ, জনাব খালিদ রশিদ বলেন, মাশাআল্লাহ, স্টলটি সফলতা পেয়েছে, অনেক বই, বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআন এবং এম.টি.এ এর অনুষ্ঠানাদি প্রদর্শন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মিশনারী জনাব ইমতিয়াজ আহমদ নাভিদ, নিয়মিত স্টলে ছিলেন। তিনি জামা'তের পরিচিতি এবং দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ভিডিও ক্লিপ। তিনি বলেন, আমি গত ১০ দিন এখানে অবস্থান করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক বই-পুস্তক শত শত মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরেছি।

যেমন, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন চরিত, ধর্মের নামে রক্তপাত এবং ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ইত্যাদি বইগুলো দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। এছাড়া আরো কিছু বই অনেকেই আগ্রহভরে ক্রয় করেন। এছাড়া বিনামূল্যে যেসব বই-পুস্তক বিতরণ করা হয় তাহলো, ইসলামে শান্তি, ইসলামে নারী, জিহাদ, পবিত্র নবীগণের সত্যিকার ভালবাসা এবং শান্তির শিক্ষা।

এই ইভেন্টে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার বার্তা হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। দর্শনার্থীরা ইভেন্টে অত্যন্ত উৎসাহ দেখান এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ রূপ ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা দেখে বিস্মিত হন যা অনেক আস্ট্রেলিয়ানের কাছেই ছিল অজানা। অনেক অস্ট্রেলিয়ান মুসলমান যারা হতাশ তারা তাদের নিজস্ব মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সাউথ অস্ট্রেলিয়ার আহমদীয়া মসজিদের ঠিকানা নেন।

যুক্তরাজ্য জামা'তের উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সবসময় সমাজের অগণিত নেতার প্রতি সহায়তা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছে। এই ঐক্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, বরং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালার আলোকে সমাজের শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মাত্র।

গত ৯ই আগস্ট লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য একটি ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত লাইবেরিয়ার সম্মানিত রাষ্ট্রদূত মহামান্য রুডলফ ভন বালমোস (Rudolph Von Ballmoos) এবং দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

২০১৩ সালে লাইবেরিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান মিস্টার এ্যালেন জনসন স্যারলিফ (Ellen Johnson Sirleaf) মহামান্য রুডলফ ভন বালমোসকে এই নিযুক্তি দেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইউকে'র শ্রদ্ধেয় আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত সকল অতিথিকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পটভূমি ও এর লক্ষ্য ও আদর্শ অতিথিদের সম্মুখে তুলে ধরেন। এ সময় ইউকে'র মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ এবং আমীর সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন।

সম্মানিত রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে লাইবেরীয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইবোলা ভাইরাস সংক্রমনের ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করেন।

শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেন, লাইবেরীয়ায় বর্তমান স্বাস্থ্য সংকট সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বিশেষভাবে এমন পরিস্থিতিতে যখন দেশটিতে ব্যাপকভাবে পুনঃর্গঠনের কাজ চলছে। তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের আহমদীদের কাছে এই সংকটকালে লাইবেরীয়ার প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার আহ্বান জানাবেন বলে জানান।

এ সময় আমীর সাহেব লাইবেরীয়ায় ইবোলা ভাইরাস সংক্রমন মোকাবিলার জন্য ১০,০০ পাউন্ডের দু'টি চেক সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের হাতে তুলে দেন। এই অর্থ চিকিৎসা সেবা এবং সেসব চিকিৎসকের ব্যয়ভার বহন করবে যারা নিঃস্বার্থভাবে ইবোলা ভাইরাস আক্রান্তদের সেবা করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বোমি (Bomi) প্রদেশের টুবমানবার্গে (Tubmanburg) একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এই ১১ শয্যাবিশিষ্ঠ হাসপাতালটি ৭০,০০০ ডলার ব্যয়ে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সবশেষে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিথিদের সম্মানে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ কানাডার ২৯তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ও ২৪ আগষ্ট ২০১৪,কানাডার ব্রাডফোর্ডের হাদিকা আহমদে, আনসারুল্লাহর ২৯তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, যা টরেন্টোর বায়তুল ইসলাম মসজিদ হতে ৪০ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত।

কানাডার সকল মজলিসের আনসারুল্লাহগণ এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। বৃহত্তর টরেন্টোর বিভিন্ন জায়গা হতে ৩০ জন সদস্য সাইকেলে করে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধমে।এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মিশনারি ইনচার্জ মওলানা মোবারক নাজির সাহেব। ইংলিশ ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয় অনুষ্ঠানটি।

তারপর অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষাবিষয়ক প্রতিযোগিতা, যার মধ্যে ছিল পবিত্র কোরআন,হাফিযে কোরআন, নযম এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। আকর্ষণীয় ও মনোরম তথ্য বদল প্রতিযোগিতা অনুস্থিত হয় আঞ্চলিক দলগুলির মধে। তাছাড়া ও প্রত্যেক আনসার ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন স্মৃতিশক্তি পরীক্ষায়।

সুস্বাদু খাবার এবং চা পরিবেশন করা হয় উপস্থিত সকলের জন্য। বিভিন্ন রাজিওনের পক্ষ থেকে স্থাপন করা হয় খাবারের দোকান এবং সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার পরিবেশনকারী দোকানকে পুরস্কিত করা হয়।

এ বছর স্থাপন করা বেশ কিছু ক্যাম্পিং তাঁবু এবং পুরষ্কৃত করা হয় সবচেয়ে উত্তম তাঁবুটিকে।

তাছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে ছিল খেলাধুলার প্রতিযোগিতা,যার মধ্যে ছিল ভলিবল, দড়ি টানাটানি, রিং টস, ক্রিকেট, দৌড় এবং হাঁটার প্রতিযোগিতা।

ধার্মিক ব্যাক্তিদের সঙ্গ বিষয়ক একটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়, সেখানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা ব্যক্ত করেন।

আনসারদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি প্রেজেন্টেশানের ও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে আরও আয়োজন করা হয় তাবলীগ বিষয়ক অধিবেশন, সেখানে কানাডার তাবলীগ ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়।

আনসারদের সাথে কানাডার আমির লাল খান মালিক সাহেবের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়, যেখানে তিনি আনসারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। মজলিস আনসারুল্লাহ কানাডার সদর সকলকে ধন্যবাদ জানান। আমীর সাহেব কানাডা লাল খান মালিক সাহেব পুরষ্কার বিতরণী ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং আনসারদের আহাদনামা পাঠ করেন কানাডার মজলিস আনসারুল্লাহর সদর সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মরিশাসের উদ্যোগে ৯ম কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মরিশাসের উদ্যোগে ৯ম কুরআন প্রদর্শনী আয়োজন করা হয় দেশের বৃহত্তম শহর Quatre Bornes (ক্যাটার বোরনস্)-এর এস,এস,আর গ্যালারীতে। জামা'তের ন্যাশনার সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোবারক বুধুন ১০দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গত ২২শে মে। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এরপর নগরীর মেয়র মিস্টার ড্যারেন বিমাডু (Daren Beemadoo) বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁর নগরে এরূপ মহৎ একটি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জামা'তকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, কালের প্রবাহে তথ্য বিকৃতির শিকার হয়, কিন্তু এ ধরনের আয়োজন তথ্যের সমতা বিধানে সাহায্য করে। তিনি জামা'তের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন এবং পুরো দেশেই এই ধরনের আয়োজন চলতে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মরিশাসের আমীর জনাব মূসা তাউজু (Moussa Taujoo) ৯ম প্রদর্শনী আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হল, দেশবাসীকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা সম্পর্কে বেশি বেশি অবহিত করা। পবিত্র কুরআন হচ্ছে, সম্পূর্ণ জীবন বিধান। তিনি জামা'তের শ্লোগান 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' পুনরাবৃত্তি করে বলেন, সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশা করেন, মরিশাস সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরিকরণে এবং শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় এই প্রদর্শনী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক প্রমাণিত হবে। তিনি সহযোগিতার জন্য মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান এবং নীরব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

লন্ডনে প্যান আফ্রিকান ডিনার আয়োজিত

প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে জামা'তের সম্মানিত অতিথিগণ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় যোগদান করেত আসেন। তারা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে আসেন শুধুমাত্র যুগ-খলীফার একান্ত সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে আশিসমন্ডিত হওয়ার জন্য। এসব সম্মানিত অতিথির সম্মানে হুযূরের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচের দেশগুলোর পাশপাশি যুক্তরাজ্য জামা'তের আমীর ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসব অনুষ্ঠানোদিতে করেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন তাদের উর্ধ্বতন অতিথিবৃন্দ, সভাপতি এবং মুবাল্লিগদের সম্মানে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানটি হুযূরের নির্দেশনায় মরহুম মওলানা আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়, যিনি ১৯৭৫ সাল থেকে আরম্ভ করে চলতি বছর জুন মাসে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘানার ন্যাশনাল আমীর ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় মরহুম জামেয়া আহমদীয়া পাকিস্তানে পড়াশুনা করেন এবং সর্বত্র একজন বিদ্বান ব্যক্তি ও শান্তির প্রতিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর হুযূর (আই.) গত ২৭শে জুন, ২০১৪ তারিখের জুমুআর খুতবায় একজন আদর্শ আহমদী হিসেবে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। মওলানা ওয়াহাব সাহেব কীভাবে সর্বদা জামা'তের সেবায় সর্বোত্তমভাবে নিয়োজিত থাকতেন এ সম্পর্কে হুযূর বিভিন্ন উদাহরণ উপস্থাপন করেন।

মওলানা ওয়াহাব সাহেব যে শুধুমাত্র তার কর্মক্ষেত্রেই নয় বরং সাংসারিক জীবনেও একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন তা বিভিন্ন দেশের বক্তারা ওনার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আলোকে উপস্থাপন করেন।

যুক্তরাজ্যের শ্রদ্ধেয় মুবাল্লিগ ইনচার্জ মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব, যুক্তরাজ্য ও পাকিস্তানে মরহুমের কর্মমুখর জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, মরহুম তাঁর প্রতিটি কাজই উৎকৃষ্টতার শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন এবং তিনি তাঁর আশেপাশের মানুষদের জন্য একজন আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

মরহুমের ছেলে জনাব হাসান ওয়াহাব সাহেব তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মরহুম জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে হুযূরের নির্দেশনা অনুসরণ করতেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘানার ভারপ্রাপ্ত আমীর শ্রদ্ধেয় মওলানা মুহাম্মাদ বিন সালেহ সাহেব ঘানায় মরহুমের জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড সবিস্তারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মরহুম সকল ধর্ম ও গোষ্ঠীর কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন, এমনকি ঘানার রাষ্ট্রপতি মরহুমের সম্মানে রাষ্ট্রীয় অন্তেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করেন।

যুক্তরাজ্য জামা'তের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত মরহুমের অনুপম চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মরহুম গভীর খোদাভীতির কারণে একজন শান্তির দূতে পরিণত হয়েছিলেন।

এরপর প্যান আফ্রিকান এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব টমি কালুন হুযূরের নির্দেশ অনুসারে বিশেষ মেধাভিত্তিক 'আব্দুল ওয়াহাব আদম এ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। এই পুরস্কার আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মুবাল্লিদের তাদের কর্ম ও সেবার নিরিখে প্রতি বছর প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে এ বছরের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং হুযূর (আই.) স্বহস্তে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এ বছরের পুরস্কার জয়ীরা হলেন, ঘানার ভারপ্রাপ্ত আমীর মওলানা মুহাম্মাদ বিন সালেহ সাহেব, যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের নায়েব আমীর মওলানা আযহার হানিফ সাহেব, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ন্যাশনাল আমীর মওলানা ইব্রাহিম বিন ইয়াকুব সাহেব, সোয়াহেলি ডেস্ক, তাঞ্জানিয়ার ইনচার্জ মওলানা বাকারি আবাদি কালুটা সাহেব এবং যুক্তরাজ্য জামা'তের রিজিওনাল মুবাল্লেগ মওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব।

পুরস্কার বিতরণের পর হুযূর (আই.) সম্মিলিত দোয়া পরিচালনা করেন।

সবশেষে এ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে অতিথিদের মধ্যে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয় ।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' এমটিএ লন্ডন স্টুডিও এবং এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। আসছে ৩০ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ৩০/১০/২০১৪	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ৩১/১০/২০১৪	রাত ৮.৩০ থেকে	১৪.৩০	২ ঘন্টা
শনিবার ০১/১১/২০১৪	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ০২/১১/২০১৪	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 8th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31st October, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com